Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Health Care Worker
Length of the interview/discussion: 86:29 min.
ID: IDI_AMR305_SLM_HCW_NGO_R_28 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	25	HSC	Health Care Worker	Human	2.5 years	Bangali	

প্র: আচ্ছা ভাইয়া আমার নাম হচ্ছে ---, আর আমি আসছি কলেরা হসপিটাল থেকে, ওখানে হচ্ছে আমরা একটা গবেষণার কাজ করতেছি এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ে আরকি, এটার জন্য আপনার সাথে কথা বলা, তো কেমন আছেন?

উ: আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভাল আছেন?

প্র: হ্যা, আচ্ছা তাহলে আমি একটু জানতে চাইবো আপনার এখানে যে ইয়া আরকি, আপনাদের এনজিওটার নাম হচ্ছে ...

উ: ...কল্যাণ

প্র: হ্যা তো এইখানে আপনার কাজটা সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো।

উ: এখানে আমার কাজ হচ্ছে এ্যাজ এ সেক্টর ...

প্র: আচ্ছা।

উ: সরি ...

প্র: ... হ্যা।

উ: আমি এখানে নতুন জয়েন করছি আমার গতমাসে ... তারিখে আমি জয়েন করছি।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা, তাইলে এই আপনি এমনি লাইনে আছেন কতদিন ধরে?

উ: আমি মোটামুটি আমার আড়াই বছর ধরে আমি এখানে আছি।

প্র: আচ্ছা।

উ: আমি আমার বাসায় চেম্বার করছি এবং মানে রোগী নিয়ে আমি আড়াই বছর ধরে আছি আরকি।

প্র: আচ্ছা, আচ্ছা, তাইলে তো তাও আড়াই বছর হলেও তো কিছুটা সময় হইছে আরকি।

উ: হ্যা হ্যা, এবং পড়াশুনা করছি চার বছর।

প্র: আচ্ছা।

উ: এক বছর ইন্টার্নি করছি, তারপর আমি আড়াই বছর সময় দিছি, তারপর আবার এখানে এই যে দেড়মাস পার হয়ে গেল।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে কি কি কাজ করেন আপনার মেইন কাজটা কি?

উ: আমার এখানে কাজ হচ্ছে রোগী দেখা প্রধান কাজ। মানুষ মানে রোগী সেবা করা, আর হচ্ছে এখানে যেহেতু একটা কোম্পানির আন্ডারে চলতেছে, সেই কোম্পানির সমস্ত কাজ দেখভাল করা।

প্র: আচ্ছা কিন্তু মেইন আমি জানতে চাইবো হচ্ছে আপনার রোগী সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো আছে এইগুলো আরকি।

উ: এইগুলো আমার ই করা।

প্র: হ্যা চিকিৎসা সম্পর্কিত চিকিৎসা সেবা দেওয়া

উ: জ্বী।

প্র: সম্পর্কিত এই বিষয়গুলো, আর তাহলে এইখানে আপনি রোগী দেখেন কোন কোন সময়ে।

উ: আমি রোগী দেখি হচ্ছে নয়টা টু পাঁচটা।

প্র: আচ্ছা এইটা কি প্রতিদিন?

উ: প্রত্যেকদিন, হ্যা শুধু শুক্রবার বাদ দিয়ে।

প্র: আচ্ছা শুক্রবার বাদে আপনি প্রতিদিনই রোগী দেখেন, আর এইখানে আপনার কি মনেহয় এই যে রোগী দেখতে গিয়ে বা আপনি তো আগেও যেহেতু প্রাকটিস করছেন

উ: জ্বী।

প্র: এই সবকিছু মিলিয়ে আপনার কি মনেহচ্ছে এন্টিবায়োটিকের যে ব্যবহারটা এইটা কি বাড়তেছে, নাকি কমতেছে?

উ: এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা হচ্ছে যে কি বলবো এটাকে, বাড়তেছে এবং সেটা ভয়ংকর ভাবে বাড়তেছে।

প্র: আচ্ছা।

উ: ঠিকআছে, ভয়ংকর ভাবে বাড়তেছে বাস্তব কথা

প্র: হ্যা।

উ: যারা আসলে মানে এই পেশার সাথে যুক্ত না।

প্র: হুম হ্যা

উ: তারা কিছুই জানেনা বলা যায়, এই যে এখানে এই বাজারে অনেকজন মানে ফার্মাসিস্ট পাবেন, যারা দোকান খুলে বসে আছেন

প্র: আচ্ছা আচ্ছা।

উ: যাদের মানে ফার্মাসিস্ট..এ্যাজ এ ফার্মাসিস্ট হিসেবে যা তাদের একটি কোয়ালিফিকেশন দরকার সেটাও তাদের নাই।

প্র: আচ্ছা

উ: কোন রোগীকে আমরা কি দিবো সেটাও তাদের কোন সেই জ্ঞান নাই। কিন্তু তারা হর হামেশা কিন্তু এন্টিবায়োটিক ইউজ করে।

প্র: আচ্ছা।

উ: হরহামেশা একবার, আমি আমার আড়াই বছর যে চেম্বারে থাকতাম সে চেম্বার থেকে চলে আসার পিছনে একটাই কারণ এটা, আমি এইটাকে মানে ইনজাস্টিসিয়াসলি কোন কাজ আমি করার চেষ্টা মানে আমি করিনা, বা করতে দেইনা বা আমি সেটা সহ্য করতে পারবো না।

প্র: হ্যা এই যে

উ: হ্যা, যার কারণে কিন্তু আমি ওখানে আড়াই বছর থাকার পরে আমি দেখছি যে এইখানে আমার থাকা সম্ভব না।

প্র: হুম হুম।

উ: আমার বিবেক আমাকে প্রশ্ন করতেছে যে আমি যেইভাবে এন্টিবায়োটিক ইউস করতেছি।

প্র: হুম।

উ: এটা মানে আমার পক্ষে সম্ভব না।

প্র: হ্যা, এখানে আসার পরে

উ: এটা তো হচ্ছে এখানে এসে হচ্ছে কি যে, ট্রিটমেন্টের ঐযে যে ইয়াটা সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মানে.. সেটা একবারে মানে যেটা লিগ্যাল যেটা।

প্র: আচ্ছা

উ: যেখানে এন্টিবায়োটিকের দরকর, আমরা এখানে যদি একটা সাপোজ একটা এন্টেরিক ফিভারের রোগী আসলো, আমরা তো তার মানে সিমটম্প দেখে তাদের পেশেন্ট কমপ্লেন দেখে বুঝলাম যে এটা এন্টরিক ফিভারের রোগী হতে পারে, তখন সেই লাইনে তাদেরকে ইনভেস্টিগেসন করাই।

প্র: আচ্ছা।

উ: তারপর আমরা যখন সেটাকে যখন মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যে এটা না, এটা ইজি ফিভার, তখন আমরা তাকে ভাল একটা এন্টিবায়োটিক দিলাম।

প্র: হ্যা।

উ: সেখানে দ্রুত কাজ হলো।

প্র: হুম।

উ: রোগীর খরচ কম হলো, রোগীর মানে হ্যারাজমেন্ট কম হলো সুস্থ হয়ে গেল রোগী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি ডিজিজ ওটা ধরতেই পারলাম না কি।

প্র: হ্যা।

উ: কিন্তু সেখানে আমি ব্লাইন্ডলি দিয়ে যাচ্ছি এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক দিয়েই যাচ্ছি।

প্র: আচ্ছা।

উ: ঠিকআছে।

প্র: তাহলে এই যে বললেন হ্যা, এই যে বললেন এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভয়ংকর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এইটাকি শুধুমাত্র এই যে যেটা বললেন আরকি ফার্মাসিস্ট যারা আছে, তাদের মাধ্যমে হচ্ছে, না অন্যকোন ভাবে আরো হচ্ছে, কি মনেহয়? মানে কেন বাড়তেছে আরকি এই ইয়া গুলো।

উ: এটা আসলে ফার্মেসি, ফার্মেসির যারা আছে এদের মধ্যেও বাড়তেছে এবং যারা আপনার মনেকরেন যারা এই এলএমপি কি যেন একটা ই আছে না? পল্লী চিকিৎসক যেটা

প্র: হ্যা হ্যা, আরএমপি

উ: আরএমপি..আরএমপি এদের মাধ্যমে বাড়তেছে।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা।

উ: এবং আমাদের তথাকথিত কিছু যারা আমার ডাক্তার যারা আছি।

প্র: হুম।

উ: সেটা যে লেভেলের ডাক্তারই হোক না কেন।

প্র: হ্যা

উ: এদের কিছুটা আছে তবে কম, সেটা অনেক সংখ্যালঘু আরকি। কিন্তু ওদের দিকটায় বেশি।

প্র: ওদের দিক থেকে বেশি বাড়তেছে।

উ: ওদের দিক থেকে বেশি বাড়তেছে

প্র: আবার ধরেন আপনাদের ইয়া থেকেও বা যাচ্ছে কিন্তু কম বলতেছেন।

উ: হ্যা, কম বলছি।

প্র: আচ্ছা আর আপনার দেয়া এন্টিবায়োটিক দেয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইবো, মানে।

উ: আমার এন্টিবায়োটিক

প্র: এন্টিবায়োটিক, রোগীকে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে।

উ: আমার প্রেসক্রিপশন মানে এন্টিবায়োটিক দেওয়ার অভিজ্ঞতা বলতে আমি তো এটা শেয়ার করলাম আপনাকে, যেটা এন্টিবায়োটিক..সেটা

প্র: হ্যা সেই একটা, ধরেন এইখানে যে করতে গিয়ে আপনার কি মনেহয়, এইখানে এই যে দেড়মাস না আড়াইমাস করতেছেন

উ: হুম।

প্র: ঐ করতে গিয়ে আপনার কি মনেহচ্ছে আপনি কিরকম এন্টিবায়োটিক দেওয়ার অভিজ্ঞতা ঐটা ছাড়া আর কোনকিছু আছে?

উ: হ্যা দেখা যাচ্ছে যে যদি বাচ্চাদের এআরআই প্রবলেম হয়, একিউট রেসিপিটরি ট্র্যাক ইনফেকশন যেটা বলি আমরা।

প্র: হ্যা।

উ: সেটাতে আমরা দেখা যাচ্ছে যে এখন যেই এই যে আপনি আমার মনেহয় আপনারে যেটা বললাম।

প্র: হ্যা।

উ: যে এই যে যারা ফার্মেসি আছে।

প্র: হুম।

উ: তারা যে ব্লাইন্ডলি ড্রাগগুলা ইউস করতেছে, যার কারণে কিন্তু যারা যে ড্রাগ গুলা আমাদের অনেক আগের ড্রাগ কিন্তু ভাল।

প্র: আচ্ছা।

উ: যেমন এমোক্সিসিলিন।

প্র: হ্যা

উ: এগুলো কিন্তু অনেক ভাল, ভাল ওষুধ কিন্তু।

প্র: আচ্ছা।

উ: কিন্তু ঐ ওষুধগুলা কিন্তু বাচ্চাদের কাজ করতেছেনা।

প্র: আচ্ছা।

উ: করতেছে না রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: মানে সেটা না বুঝে ইউস করার জন্য, বা কোন এন্টিবায়োটিকটা সেখানে এপ্রোপিয়েট সেটা, না দেখে সেটা ইউস করার জন্য সেটা রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে।

প্র: আচ্ছা।

উ: বা দেখা যাচ্ছে যে আমি খাওয়াইলাম তিনদিন খাওয়াইলাম, খাওয়ানোর পরে দেখা যাচ্ছে যে সেটা ভাল রেসপন্স করলো না, তিনদিন তো সেটা ডোজ না।

প্র: হ্যা।

উ: সেটার ডোজ তো তিনদিন না।

প্র: আচ্ছা।

উ: সাতদিন চৌদ্দ দিন।

প্র: হুম

উ: আমরা খুব মানে বেশি কম দিয়ে থাকলে পাঁচদিন দিই আমরা।

প্র: আচ্ছা।

উ: কিন্তু পাঁচদিনের আগে তো আমি তার রেজাল্ট তো মানে এক্সপেক্ট করতে পারিনা।

প্র: হ্যা।

উ: তো দেখা যাচ্ছে যখন আমার গ্রামের রোগীরা করে কি, বাচ্চা তো তিনদিনের মধ্যে যদি ভাল না হয় তাহলে বলে যে, ঐ ফার্মেসিতে গিয়ে বলে যে ভাল তো হলো না। তখন ওরা করে কি আবার চেঞ্জ করে আরেকটা ওষুধ দেয়।

প্র: আচ্ছা।

উ: এতে কিন্তু সে এই ডোজটা কিন্তু ইনকমপ্লিট থেকে গেল।

প্র: হ্যা।

উ: যার কারণে কিন্তু অন্য যখন অন্য ওষুধে গেল ঐ সেম সেম জিনিসটা ওখানে আবার করে।

প্র: আচ্ছা।

উ: তিনদিন খাওয়ালো খাওয়ায়ে রেসপন্স করছে না।

প্র: হ্যা।

উ: বাচ্চা তো ভাল হচ্ছে না, আর শুধু শুধু যে ওষুধ দিয়েই বাচ্চা ভাল হবে তা কিন্তু না। আমাদের কিছু মোটিভেশন থাকে, যেমন আমরা বলি বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান, বা আপনি পানি নাড়াচাড়া কম করেন। তারপরে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাকে ঠান্ডা লাগাইয়েন না, দেখা যাচ্ছে বাচ্চা যদি গা ঘেমে যায় সেই গা ঘেমে গেলে সেটা মুছে ফেলবেন, ফ্যানের বাতাস দিয়ে বা কোনকিছু দিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা করবেন না।

প্র: হুম।

উ: সেটা মুছে ফেলবেন তারপরে বাতাস করবেন, এভাবে আমরা মোটিভেশন দিই তারা সে মোটিভেশন দিতে পারেনা।

প্র: আচ্ছা।

উ: বিধায় তখন, ঐটা তখন ফেইল করে। তখন আবার করে কি সেপটিঅক্সিম দেয় অথবা দেখা যাচ্ছে সেফালোক্সিন গ্রুপের কোন ওষুধ দেয়।

প্র: আচ্ছা।

উ: সেটাও মানে দেখা যায়, তখন দেখা যাচ্ছে তখন ঐ হাইয়ার এন্টিবায়োটিক দেওয়ার কারণে রেসপন্স করে।

প্র: আচ্ছা।

উ: ঠিক আছে।

প্র: হ্যা।

উ: পিছনে আমার কিন্তু দুইটা এন্টিবায়োটিক কিন্তু রেসিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে।

প্র: রেজিস্টেন্স হয়ে গেছে, হ্যা।

উ: এটা কিন্তু মানে তারা মানে বুঝতে পারছেনা।

প্র: আচ্ছা।

উ: এরকম হচ্ছে আমার।

প্র: এরকম ইয়ে

উ: হ্যা।

প্র: আচ্ছা তো আপনি কি এরকম কোন রোগী পাইছেন এখানে যে যার হচ্ছে ঐ ফাইমক্সিন বা এমোক্সিসিলিন যে গ্রুপটা আছে।

উ: জ্বী জ্বী।

প্র: ঐ গ্রুপের ইয়েটা কাজ না করার কারণে আপনার ওদেরকে চিকিৎসা করতে কোন অসুবিধা

উ: এখানে এখানে কম

প্র: এখানে কম?

উ: এখানে কম।

প্র: আচ্ছা।

উ: আমি যে আমার পেরিফেরিতে করছি প্রাকটিস, নওগা জেলার নিয়লত থানায় ওখানে করছি আমি ওখানে এসব অনেক বেশি।

প্র: আচ্ছা আর এইখানকার কথা

উ: আমি, আমি তো মানে মানে চিন্তা করতেছি যে আমার ঐ আমার যে ঐ এরিয়াটা, সেটা হয়তবা দেখা যাচ্ছে পাঁচ সাত বছর বা দশ বছরের মধ্যে সেফারোক্সিন গ্রুপের কোন ওষুধ কাজ করবেনা।

প্র: আচ্ছা।

উ: আমি এরকম একটা আশা করতেছি, মানে মানে ভয়ংকর আশা করতেছি।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: যার কারণে কিন্তু আমি ওখান থেকে চলে আসছি।

প্র: আচ্ছা।

উ: আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আপনি যদি কখনো যান ওখানে তাহলে বুঝবেন।

প্র: হ্যা হ্যা। আচ্ছা

উ: যে কি ধরনের এন্টিবায়োটিক এখানে ইউস করা হয়।

প্র: ঐখানে আপনার গ্রামে।

উ: মেরোপিনাম নাম শুনছেন আপনি?

প্র: সরি?

উ: মেরোপিনাম।

প্র: না। এটা কি?

উ: মেরোপিনাম হচ্ছে একবারে লেটেস্ট আপডেট এন্টিবায়োটিক যেটা

প্র: আচ্ছা।

উ: ইনজেকশন, সেটার দাম অনেক বেশি বারশো টাকা পিস সম্ভবত মনে মনেহয়। আমি যেটা জানি

প্র: এটা কোন ইয়ের জন্য কাজ করে?

উ: এটা একবারে রেজিস্টেন্স এন্টিবায়োটিক, অল এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স

প্র: আচ্ছা।

উ: তখন আমরা এটা দিই বাধ্য হয়ে

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: কিন্তু আমি আমার ওদিকে দেখছি এরকম রোগী।

প্র: এই ঐ ইয়া ইউস করতে ইনজেকশন।

উ: হ্যা দেখছি করতে।

প্র: আচ্ছা।

উ: কিন্তু এখানে আমি দেখতেছি মোটামুটি এদিকটা ভাল।

প্র: হ্যা আপনি তো ইয়ে যে কয়দিন আছেন আরকি এখানে

উ: হ্যা হ্যা।

প্র: ওরকম পাননি?

উ: না আমি ওরকম পাইনি।

প্র: আচ্ছা। তাহলে হচ্ছে আমি আরেকটু ইয়া করবো, মানে নিজে হচ্ছে সরাচর কোন ধরনের ওষুধগুলো এইখানে লিখে থাকেন?

উ: এইখানে লিখে থাকি আমি দেখা যাচ্ছে ট্রিটমেন্ট আসলে রোগীর উপর বেসিস করে দেওয়া হয় তো। [১০:০৫ মিনিট]

প্র: হ্যা।

উ: যার কারণে দেখা যায় আমাদের এখানে কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের একটা অংগ সংস্থান এটা, ঠিকআছে সেক্ষেত্রে আমাদের যারা ঋণ গ্রহীতা তাদের হচ্ছে তারা হচ্ছে ম্যাক্সিমামই মহিলা।

প্র: আচ্ছা।

উ: তাদের মহিলা মানে যেই ডিজিজগুলা সেগুলার এন্টিবায়োটিক আমরা এখানে বিশেষ করে রাখি।

প্র: আচ্ছা।

উ: আমরা এন্টিবায়োটিক ইউস করি সিপ্রোফ্লক্সাসিন, এমোক্সিসিলিন তারপরে দেখা যাচ্ছে এজিথ্রোমাইসিন। হাইয়ার এন্টিবায়োটিকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যদি প্রেগনেন্সি রিলেটেড কোন কেস হয়, তাহলে আমরা তো আর এগুলো এন্টিবায়োটিক দিতে পারবো না।

প্র: আচ্ছা।

উ: তখন আমাকে সেফারোস্পিন দিতে হবে, যার কারণে সেফারোস্পিরিন আছে, সেফিক্সিম আছে, আপনার হলো সেফিরোক্সিম আছে এগুলা আছে আরকি।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা, তো ঐ সব আপনি ইউস করেন সবই?

উ: হ্যা।

প্র: তো কোন কোন ধরনের রোগ বেশি নিয়ে এখানে আসে রোগীরা?

উ: কোন কোন ধরনের রোগ, সেটা হচ্ছে যে মহিলাদের একটা বিশেষ আসলে এটা তো রোগ না আসলে কি বলবো, লিউকোরিয়া যেটা

প্র: আচ্ছা হ্যা হ্যা, হ্যা।

উ: লিউকোরিয়া, ইউটিআই

প্র: হ্যা।

উ: তারপরে হচ্ছে আপনার বিআইডি। প্রেগনেন্সি রিলেটেড যে আছে থ্রেটেনড এবরোশন বা দেখা যাচ্ছে মিস ক্যারেজ।

প্র: আচ্ছা।

উ: কারেন্ট মিসক্যারেজ, তারপরে হচ্ছে আপনার টনসিলাইটিস, এদিকে আবার এন্টেরিক ফিভারের প্রাদুর্ভাব।

প্র: আচ্ছা।

উ: প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি আমি দেখছি। আমার যে দেড় মাসের মধ্যে ই আমি একটা ইয়া করতেছি যে এখানে এন্টেরিক ফিভারের ইয়েটা বেশি আরকি।

প্র: আচ্ছা।

উ: আর তারপরে হচ্ছে এগুলাই বেসিক্যালি আরকি।

প্র: আচ্ছা এখানে কি শুধু মহিলার রোগীই আসে, না?

উ: হ্যা মহিলা, না পুরুষ রোগীও আসে তো মহিলা রোগী বেশি আমাদের। বেশি

প্র: আচ্ছা তো এখানে বাচ্চা এখন তো বললেন শুধু মহিলা রোগীদের ম্যাক্সিমাম।

উ: হ্যা, তাদের বাচ্চাদেরও দেখায় এখানে।

প্র: আচ্ছা

উ: হ্যা দেখায়।

প্র: তো বাচ্চাদের কি কি ইয়া?

উ: বাচ্চাদের মেইনলি আমরা এখানে যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে এআরআই বেশি পাই আমরা।

প্র: আচ্ছা।

উ: এআরআই একিউট ডায়রিয়া, ওয়াটারি ডায়রিয়া।

প্র: আচ্ছা।

উ: তারপরে হচ্ছে ডিসেন্ট্রি এগুলা।

প্র: তখন ওদেরকে কিভাবে চিকিৎসা দেন?

উ: দেখা যাচ্ছে যদি আপনি মনেকরেন যে যদি ডায়রিয়া হয়

প্র: হ্যা

উ: ঠিকআছে, ডায়রিয়া রোগী বলি আগে, তো ডায়রিয়া তো আপনার দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদের রোটা ভাইরাস দ্বারা বেশি হয়।

প্র: আচ্ছা হুম।

উ: ঠিকআছে, রোটা ভাইরাস দ্বারা ধরেন নিই আমরা যে রোটা ভাইরাসটা, যেহেতু আমাদের এখানে টেস্টের পরীক্ষা করার কোন ইয়া নাই, সেহেতু আমরা এটা ধরেই নেই যেন রোটা ভাইরাস। তাহলে আমরা তাকে বলি যে বেশি বেশি মানে বুকের দুধ বন্ধ কইরেন না।

প্র: হুম হুম।

উ: এবং যেটা আপনাদের যে ওআরএস আছে ঐটা চালায় যাইতে বলি, এবং দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি আমরা জিংক দিতে পারি, বেবি জিংক যেটা আমাদের আছে এগুলা দিয়ে আমরা ম্যানেজমেন্ট দিয়ে দিই।

প্র: আচ্ছা। অন্য আর এই যে রোগীরা আপনার কাছে কোন পর্যায়ে চলে আসে?

উ: কোন পর্যায়ে, এদিককার লোকজন একটু সচেতন।

প্র: আচ্ছা

উ: আমি যেটা মনেকরতেছি এই দেড়মাস বা দুইমাসের ইয়াতে, মোটামুটি সচেতন, একটুতেই চলে আসে এরা।

প্র: আচ্ছা, একটু হলে। মানে ধরেন মানে প্রথম পর্যায়েই চলে আসে।

উ: চলে আসে, যার কারণে আর বিশেষ করে তো বাচ্চা হলে তো আর কোন কথাই নাই।

প্র: আচ্ছা

উ: বাচ্চা হলে একটু আগেই আসে।

প্র: আচ্ছা।

উ: যার কারণে সেখানে চিকিৎসা দিয়েও কিন্তু একটা মানসিক শান্তি পাওয়া যায়।

প্র: হ্যা।

উ: যে বাচ্চাটা অল্পতেই ভাল হয়ে যাচ্ছে এবং আমি..আমি এখানে আসার পর আপনি তো বুঝতে পারছেন যে, আমি ওখান থেকে চলে আসছি যে কারণটা আপনাকে বললাম।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: তাতে আমার উদ্দেশ্য মোটামুটি বুঝতে পারছেন, যে আসলে শুধুমাত্র আমি এখানে টাকা রোজগারের জন্য আসিনাই, আমি ওখানে কিন্তু আমার ওখানে কিন্তু এই আমাদের এই কোম্পানিতে কিন্তু আমরা ডিএমএম ডাক্তার হিসেবে আমাদের কিন্তু যারা ফার্স্ট ক্লাস গেজেটেড ডক্টর তাদের থেকে অনেক বেতন কম।

প্র: হুম হুম।

উ: কিন্তু যারা আমাদের সরকারিতে আছি, তাদের বেতন মোটামুটি ভাল, আমাদের এখানে কম, কিন্তু আমি যখন বাড়িতে আমার নিজের জেলায় বা নিজের থানায় যখন প্রাকটিস করতাম তখন আমি মোটামুটি ভাল টাকা কামাই, ইনকাম করতাম।

প্র: হ্যা।

উ: কিন্তু সেটা ফেলে দিয়ে আমি এখানে চলে আসছি। তার মোটিভ তো আমার ভাল।

প্র: হ্যা, সেটা তো অবশ্যই।

উ: উদ্দেশ্য তো আমার ভাল।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: সেজন্য এখানে এসে দেখতেছি যে মোটামুটি ভাল আরকি একটা প্রশান্তি পাওয়া যাচ্ছে। এবং আমি রোগীর ট্রিটমেন্ট করার পর আমি প্রেসক্রিপশনে বা অন্য কাগজে লিখে দেই যে আমাকে দয়া করে এই নাম্বারে আমাকে একবার মিস কল দিয়ে হোক, বা কল করে হোক আমাকে জানাবেন যে রোগীটা কেমন আছে।

প্র: আচ্ছা।

উ: এসব এরপর পেকুয়া থেকে একটা রোগী আসছিল আমার এআরআই এর পেশেন্ট, মানে এরকম একটা কন্ডিশন বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

প্র: আচ্ছা।

উ: বাচ্চার কাশি।

প্র: হুম।

উ: জ্বর আছে সংগে, তো আমি দেখলাম যে এটা এআরআই, বাচ্চাদের তো এআরআই বেশি সবচে বেশি তখন আমরা আমি তাকে ম্যানেজমেন্ট দিলাম এবং বললাম যে বাচ্চা যদি আরামের দিকে যায়, বা যে কোন অবস্থাতে আমাকে জানাবেন যে কি হচ্ছে।

প্র: আচ্ছা। মানে এটলিস্ট আপনি ইয়ে করেন যে ইনফর্ম যেন করে

উ: হ্যা, হ্যা।

প্র: ডাক্তারকে

উ: আমাকে যেন ইনফর্ম করে।

প্র: হ্যা।

উ: তখন আমি তিনদিন পরে আমাকে বললো যে না স্যার ভাল আছে, অনেক ভাল আছে।

প্র: আচ্ছা, সে কি নিজের থেকে জানাইছে আপনাকে?

উ: নিজের থেকেই জানাইছে।

প্র: আচ্ছা।

উ: এইজন্য আমি ওখানে ট্রিটমেন্ট দিয়ে, আর যেগুলো কাজ করি আসলে একটা মানসিক প্রশান্তি মানে পাই আরকি।

প্র: হ্যা, হ্যা সেটাই। তো আমি আরেকটু জানতে চাইবো আপনি যে ওষুধগুলো দিচ্ছেন, হ্যা এই দেয়ার মধ্যে আপনি কোন গ্রুপটাকে দিতে বেশি স্বাচ্ছ্যন্দ বোধ করেন? মানে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন এরকম থার্ড জেনারেশন করে কোন জেনারেশন গুলো দিতে আপনি বেশি পছন্দ করেন? শুরুতেই

উ: শুরুতেই।

প্র: বা তারপরে আরকি পর্যায়গুলো একটু জানতে চাচ্ছি।

উ: আসলে আসলে যদি আমি মাসে জেনারেশন তো সব ওষুধকে ভাগ করা নাই। সেফালোস্পিরিনকে জেনারেশন ভাগ করা আছে।

প্র: আচ্ছা।

উ: ফোর্থ জেনারেশন পর্যন্ত, আবার দেখা যাচ্ছে ম্যাক্রোলাইটকে কোন জেনারেশনে ভাগ করা নাই।

প্র: আচ্ছা

উ: ম্যাক্রোলাইটের মানে দেখা যাচ্ছে মানে এজিথ্রোমাইসিন, না এজিথ্রোমাইসিন আছে তারপরে হচ্ছে ডেথ্রোমাইসিন আছে, ক্লারিথ্রোমাইসিন আছে, আমি এজিথ্রোমাইসিনটাকে বেশি প্রিফার করি আরকি।

প্র: আচ্ছা এটা কোন রোগের জন্য?

উ: এটা হচ্ছে আপনার যে কোন ব্রড স্পেকট্রাম ইনফেকশন দ্বারা যেটা হয়।

প্র: আচ্ছা।

উ: ব্রডস্পেকট্রাম এন্টি মানে ইনফেকশন দ্বারা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমি ঐ আমি ওটা ইউস করে থাকি। যেমন আপনাদের হচ্ছে আপার রেসিপিটরি ট্রাক্ট ইনফেকশনে আমরা বেশি ইউস করে থাকি ঐটা।

প্র: এইটা হচ্ছে এজিথ্রোমাইসিন, এজিথ্রোমাইসিনের পরে যদি এজিথ্রোমাইসিনে কাজ না করে তখন?

উ: কাজ না করে, তখন..তখন আমরা দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে আমি এ্যাটলিস্ট..এই ধরণের এআরআই পেশেন্টগুলাকে প্রথমে এমোক্সিসিলিন দেওয়ার চেষ্টা করি আরকি।

প্র: হ্যা, হ্যা

উ: কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে, আবার কিছু কিছু কেস আছে যে.. যে রোগীদের আমাদের মানে সাইকোলজি বুঝতে হয়।

প্র: আচ্ছা

উ: শুধু..ঠিকআছে আমার উদ্দেশ্য ভাল ট্রিটমেন্ট করলাম।

প্র: হ্যা

উ: কিন্তু আমাদের আমার এখানে যে যেহেতু প্রাইভেট এখানে জবাবদিহিতার একটা ইয়ে ব্যাপার আছে।

প্র: হ্যা অবশ্যই।

উ: আমি আপনি যখন, সরকারি হাসপাতালে যখন তিনটাকা পাঁচটাকা টিকিট কাইটে যখন রোগী দেখবেন দেখাবেন, দেখা যাচ্ছে ভাল না হলে আবার রোগী ঘুরে আসলো বা অন্যকোথাও গেল। আপনাকে গালিগালাজ করবেনা বা কিছু করবে না। কিন্তু আমার এখানে যদি ট্রিটমেন্ট ফেইল হয়, এখানে আর রোগী আসবেনা।

প্র: আচ্ছা।

উ: তাহলে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে এক সময়।

প্র: হ্যা।

উ: সেজন্য আমাদের একটা ঐ দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে আমার যাতে ট্রিটমেন্টটা ফেইল না হয়।

প্র: আচ্ছা।

উ: এবং যথেষ্ট কথাবার্তাই বলতে হয় রোগীর সাথে আমার।

প্র: এই ইয়া পরামর্শ

উ: পরামর্শ হ্যা যে এইটা এইটা করবেন। আমি এমোক্সিসিলিনই প্রিফার করি তারপর যদি দেখা যাচ্ছে না এমোক্সিলিন দিয়ে হতে, মানে আমার মনেহচ্ছে যে এটা দিয়ে হবেনা। তখন আমি তাকে এজিথ্রোমাইসিন দেই।

প্র: আচ্ছা।

উ: এজিথ্রোমাইসিন দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ করে এআরআইয়ের কথা বলি আমি, যখন দেখি যে আর এজিথ্রোমাইসিন দিয়ে হচ্ছে না, আমি তখন সেফলক্সিরিনের দিকে যাই।

প্র: আচ্ছা কোন জেনারেশন সেইটা?

উ: সেফলক্সিরিনের?

প্র: হ্যা।

উ: সেফলক্সিরিনের জেনারেশন হলো থার্ড জেনারেশন যেটা ইউস করি।

প্র: আচ্ছা তখন এমোক্সিসিলিন, এজিথ্রোমাইসিন থার্ড জেনারেশনে চলে যান।

উ: হুম, থার্ড জেনারেশনে চলে যাই আবার সেকেন্ড জেনারেশনে মাঝেমাঝে ইউস করা হয়।

প্র: হ্যা।

উ: এই আরকি, ফোর্থ জেনারেশনে কখনো যাওয়া হয় না।

প্র: আচ্ছা, মানে এইটা কি আপনাদের লিমিটেশনের কারণে নাকি আপনারা কেন ঐ ফোর্থ জেনারেশনে যান?

উ: না এইখানে ফোর্থ জেনারেশন যেটা বললাম যে রেজিস্টেন্স কেসের ক্ষেত্রে আমাদের।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: সেরকম কেস তো আমরা পাইনা, আর দেখা যাচ্ছে যে যেগুলা আমরা দেখছি এই থার্ড জেনারেশনের মধ্যে দিয়েই হয়ে যাবে, তাহলে আমার তো আর যাওয়ার দরকার নাই।

প্র: সেইটাই তো অবশ্যই।

উ: হ্যা,

প্র: তাহলে আমি আরো জানতে চাইবো এইটা তো হচ্ছে আপনি এমোক্সিসিলিন এজিথ্রোমাইসিন, আর ইয়ের কথা বললেন, একটু আগে তো কয়েকটা ইয়ার কথা বলছিলেন আরকি, এন্টিবায়োটিকের কথা বলছিলেন, তাহলে আরেকটা যদি রোগের উদাহরণ দিয়ে আমাকে বুঝাইতেন, কোন রোগের জন্য কোনটা দেন? এটা তো বাচ্চার কথা বললেন

উ: হ্যা বাচ্চার কথা

প্র: এখন যদি বলেন কোন মহিলা পেশেন্টের সময়

উ: হ্যা, হ্যা মহিলা পেশেন্টের যদি ইউটিআই হয়

প্র: হ্যা।

উ: ইউটিআই আপনার মানে আমরা যেটা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন দিয়ে শুরু করি। সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন

প্র: তারপরে যদি সেটা দিয়ে না হয় তখন?

উ: সেটা দিয়ে না হলে আমরা তখন সেফরোক্সিলিনের দিকে যাই।

প্র: আচ্ছা মানে

উ: আর বিশেষ করে আমাদের এখানে মহিলা রোগী আসে, তার সংগে গাইনি রোগীটা মানে ইয়া রোগীটা বেশি মানে আরকি ঐযে প্রেগনেন্সি রিলেটেড, প্রেগনেন্সির রোগীটা বেশি আরকি।

প্র: আচ্ছা।

উ: আমাদের এখানে আলট্রাসনো ফ্যাসিলিটি আছে তো।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: যার কারণে এখানে প্রেগনেন্সি যে এন্টিনেটাল চেকআপ যেটা, এই ধরনের মহিলা বেশি আসে।

প্র: আচ্ছা।

উ: তখন দেখা যাচ্ছে আমরা তো সেফরক্সিম দিতে পারিনা, তখন আমরা তাকে সেফরোক্সিলিন ইউস করি।

প্র: আচ্ছা তাকে তো এন্টিবায়োটিক কি?

উ: জ্বী

প্র: এটা কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক তাকে?

উ: সেফরোক্সিলিন হচ্ছে সেফরোক্সিলিন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক এটা।

প্র: আচ্ছা, আচ্ছা আর আপনে যখন এন্টিবায়োটিক লিখেন লিখার ক্ষেত্রে যেহেতু একটু আগে বললেন, আপনাদের একটা লিমিটেশন আছে যে জবাবদিহিতার প্রশ্ন আছে এই জায়গায়, তো এক্ষেত্রে আপনি কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হইছেন, যে যখন আপনি কোন রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন তখন আরকি

উ: জ্বী জ্বী

প্র: এরকম কোন ঘটনা না বা এরকম কোনকিছু?

উ: না আমরা আমাদের হচ্ছে আমরা চ্যালেঞ্জ আমাদের নিতে হয় না, মানে আমাদের উপর থেকে আমাদের হেড অফিস থেকে একটা সাপোর্ট থাকে আমাদের। [২০:৩২ মিনিট]

প্র: আচ্ছা

উ: আমাদের হেড অফিসে কিন্তু অল টাইম দেখা যাচ্ছে যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসে আসে এখানে।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: তারা তাদের পার্ট টাইম ডিউটি নিয়ে বসে আছে। আমরা দেখা যাচ্ছে কোন জিনিসে কনফিউশনে পড়লাম সংগে সংগে তাদেরকে ফোন দেই, ফোন দিলে তারা আমাদেরকে সমাধান দিয়ে দেয় এবং আমরা ডিটেলে বলি সবকিছু তাদের যে এই এই সমস্যা হচ্ছে, এই এই ব্যাপার এইডা ওষুধ খাইছে সমস্ত হিস্ট্রি আরকি, আমরা দিলে তো আসলে উনি বুঝবেন ভাল করে এবং আমরা বলতেও পারবো ভাল করে। কিন্তু যদি রোগীর থেকে শুনতে যায় তাহলে কিন্তু বলতে পারবে না সে।

প্র: হ্যা, তো তাহলে এইক্ষেত্রে আপনাকে কি কখনো হইছে এরকম, যে ফোন করা লাগছে?

উ: হ্যা করতে হয় আমাদের, ফোন করতে হয়।

প্র: করতে হয়, তো এইরকম একটা ঘটনার কথা একটু জানাবেন?

উ: এরকম একটা ঘটনা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি সেভেন মান্থ প্রেগনেন্সি। হচ্ছে হিউজ লিউকোরিয়া

প্র: আচ্ছা হ্যা হ্যা।

উ: অনেক লিউকোরিয়া তার।

প্র: হুম।

উ: এরকম একটা পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে যে আমরা লিউকোরিয়া হলে দেখা যাচ্ছে আমরা যেটা দ্বারা হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে যে ফাংগাল ইনফেকশন তো ওটা, টাইকোমোনিয়াসিস ভ্যাজাইনিস দ্বারা হয়ে থাকে। তো সে সময় প্রেগনেন্সি ওয়েতে যদি এটা হয় তাহলে তো আমরা টাইকোমোনিসিস ভ্যাজাইনিস ওটাকে মানে ইয়া করার জন্য তো আমরা এন্টি ফাংগাল ইউস করতে পারিনা।

প্র: আচ্ছা।

উ: এন্টিফাংগাল ইউস করলে সেটা এবরেশন হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে এবং ওটা মানে একটা হেটারোজেনিক ইফেক্ট আছে আরকি।

প্র: হ্যা।

উ: তখন আমি ম্যাডামকে ফোন দিলাম যে এই অবস্থা

প্র: হ্যা

উ: তখন ম্যাডাম বলে দিল যেটা সেটা বলে দিলাম।

প্র: আচ্ছা। মানে এরকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখিনও হইতে হয় তখন

উ: হ্যা হইতে হয়

প্র: তখন ইয়া করেন আরকি আগে থেকে ঐ ম্যাডামের সাথে যোগাযোগ করে আপনি ইয়া, প্রেসক্রিপশন করেন। আচ্ছা তাহলে যখন প্রেসক্রিপশন করেন যেমন বললেন যেহেতু আবার ঐ একই রিপিট হচ্ছে আরকি, চ্যালেঞ্জ যেহেতু আপনার জবাবদিহিতার প্রশ্ন আছে, রোগীদেরকে আপনি বলতেছেন অনেকক্ষণ ধরে আপনি বুঝাইতে থাকেন। তাহলে এইটা কিভাবে বুঝান যখন আপনি কোন রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেন।

উ: হ্যা হ্যা।

প্র: কি বলেন?

উ: আমি রোগীকে বলি যে ইউটিআই এর কথাই ধরি যে, আমরা চৌদ্দদিন পর্যন্ত যদি ইউটিআই হয় সেজাগায় চৌদ্দদিন পর্যন্ত সিপ্রোফ্লক্সসিন রাখি।

প্র: হ্যা।

উ: তো আমরা এইভাবে বলি যে এন্টিবায়োটিকটা সাধারণত আমরা প্রেসক্রিপশনের উপরে লিখি, আমাদের প্রেসক্রিপশন আছে এখানে। এরকম ধরনের রোগী সব সময় আমরা পেয়ে থাকি। ডায়গনসিস এই যে দেখেন এই যে ইউটিআই, ঠিক আছে

প্র: হ্যা।

উ: ইউটিআই, এটাকে কিন্তু প্রেগনেন্সি সম্ভবত, প্রেগনেন্সি না..না এটা প্রেগনেন্সি না ঠিকআছে

প্র: আচ্ছা

উ: এটা ইউটিআই উনার কমপ্লেন ছিল অনেক কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব কমপ্লেন লেখার পর আমরা সেই লাইনে ইনভেস্টিগেশন করার পর দেখতেছি তার ইউটিআই।

প্র: ইউটিআই

উ: ঠিকআছে, তা আমরা ইউটিআই ম্যানেজমেন্ট দিছি এই ফিওরোসেফ এটা হচ্ছে সেফরক্সিম গ্রুপের একটা ওষুধ

প্র: আচ্ছা

উ: তারপর হচ্ছে আমরা..আমরা বলে দেই যে এই যে সাতদিন খেতে হবে, সাতদিন খেতেই হবে এইটা, এইটার মানে কোন ইয়া নাই।

প্র: এটা তো কাগজে লিখে দিচ্ছেন আরকি।

উ: কাগজে লিখে দিই।

প্র: এরকম কিন্তু আপনি বলার সময় কিছু বলেন কিনা ওদেরকে?

উ: এ্যাডভাইস।

প্র: এটা তো দিলেন যে এখানে লিখলেন, আর এটা এন্টিবায়োটিক কি, এন্টিবায়োটিক না এইটা রোগী কিভাবে জানবে?

উ: এটা এন্টিবায়োটিক কি না সেটা রোগী কিভাবে জানবে?

প্র: হ্যা

উ: আমরা লিখে বলে দিই যে এই যে এটা হচ্ছে উপরেরটা হচ্ছে আপনার এই রোগের বিশেষ একটা ওষুধ, যেটাকে আমরা এন্টিবায়োটিক বলে থাকি।

প্র: হ্যা।

উ: এবং আপনাকে সাতদিন দেওয়া হইছে এবং এটা সাতদিনই খেতে হবে আপনাকে।

প্র: আচ্ছা।

উ: ঠিকআছে অন্যগুলা কিন্তু অত ইমপর্টেন্ট না, যেমন এটা ভিটামিন দিছি, এটা গ্যাসের ওষুধ দিছি, এটা একটা দেখা যাচ্ছে যে স্পাজমেটিক পেইনের একটা ওষুধ দেওয়া হইছে তাকে।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: কিন্তু এইগুলা অত ইনিশিয়াল না দেখা যাচ্ছে এগুলা কিন্তু আমি যদি পাঁচদিন খাই, দশদিন খাই কোন সমস্যা নাই।

প্র: হুম হুম।

উ: কিন্তু এইটা আমাদের মানে

প্র: সাতদিনই খাইয়েন

উ: থাকতে হবে, হ্যা।

প্র: কিন্তু আপনি এইটা স্পেসেফিক্যালি ওদেরকে বলেন যে এটা খাইতেই হবে।

উ: বলে দেই যে সাতদিন খেতে হবে।

প্র: আচ্ছা।

উ: তারমধ্যে এইগুলা যে জোর দিয়ে বলি না তা না।

প্র: হুম হুম।

উ: যেহেতু আমরা এসোসিয়েটেড এগুলা কিন্তু ওটাকে আবার ইয়ে করবে, মানে অসুখটাকে মানে সারায় তোলার জন্য এটা হেলপিং ইয়ে করবে, সেহেতু আমরা এগুলাকে বলি তবে ওটাকে বিশেষ ভাবে বলে দিই আরকি।

প্র: আচ্ছা

উ: এবং যদি আপনি বলেন যে মানে এমনি তাকে মানে কি এ্যাডভাইস দেওয়া হয়।

প্র: হ্যা

উ: ইউটিআই রোগীকে আমরা বেশিরভাগ বলে থাকি যে আপনার পানি বেশি বেশি খান।

প্র: আচ্ছা।

উ: পানি বেশি বেশি খান এবং প্রস্রাব ধরে রাখবেন না আরকি

প্র: হুম হুম এটাই

উ: এটাই।

প্র: আচ্ছা এই যে সাতদিন খেতে হবে তখন আপনার কি মনেহয়, এরা কি আসলে সাতদিন খায়?

উ: মানে কি..কি মনেহয় যে খায়, সাতদিন এখানকার রোগী খায় কিন্তু আমাদের ওখানে কিন্তু মানে, আমাদের নওগায়ের থানায়, ওখানে একটু ওরা একটু ইয়ে করে। যেমন ওদের ধৈর্য্যটা আসলে কম।

প্র: হুম হুম।

উ: দেখা যাচ্ছে যে পাঁচদিন খাইলেও বুঝলো না, তখন তারা দেখা যাচ্ছে যে বাদ দিয়ে দেয়, নাহলে অন্য ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়।

প্র: আচ্ছা

উ: এরকম ভাবে।

প্র: মানে ফুলকোর্স কখনো করেনা।

উ: না করেনা, ঐ যার কারণে এই অবস্থাটা দাড়াইছে ওখানে কিন্তু এখানকার রোগীরা করতেছে, আমরা দেখতেছি।

প্র: আচ্ছা এ্যাটলিস্ট আপনার রোগী আরকি।

উ: হ্যা আমার রোগীগুলো।

প্র: হ্যা, তো এরা যেমন আপনি বলতেছেন যে তাদের কে ফোন করার কথা, সাপোজ ধরেন এই সাতদিন দিলেন হ্যা, আপনি তাকে বললেন এটার এই রোগের জন্য স্পেসেফিক এইটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইটা সাতদিন আপনাকে খাইতে হবে। এখন সে যে খাচ্ছে কিনা সাতদিন যেমন দেখলাম সাতদিন হচ্ছে দুইটা করে, না?

উ: হ্যা

প্র: পার ডে টুয়াইস ডেইলি, তো এই দুইটা করে যে খাওয়ার নিয়মটা সেই টা কি ও আসলে ঐভাবে

উ: খাচ্ছে কিনা

প্র: নিয়মমাফিক আরকি।

উ: এটা আমরা ফলোআপে ডাকি, ফলোআপে ডাকলে বুঝা যায় অনেক সময়, আমরা

প্র: ফলোআপ কিভাবে করেন?

উ: ফলোআপ হচ্ছে যে আমরা যে সাতদিন বললাম।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: সাতদিন পর বলি যে সাতদিন পর আপনি দেখা করবেন আমার সাথে।

প্র: আচ্ছা তখন কি ওরা আসে?

উ: তখন আসে অনেক রোগী আসে।

প্র: আচ্ছা।

উ: আবার অনেক রোগী ভাল হয়ে গেলে আসেনা আর। এরকম ব্যাপার কিন্তু আপনি বলতে চান আপনি কিভাবে দেখেন যে তারা খাইলো কিনা?

প্র: হ্যা সেটাই।

উ: এটা বলা মানে সব রোগীর ক্ষেত্রে বলা মুশকিল, কিন্তু যারা আমার ফলোআপে আসে তাদের আমি দেখি, ফলোআপে ডাকলে আমি বলে দিই যে আপনি যে মানে যে ওষুধগুলা খাইছেন, সেই ওষুধগুলার মানে মোড়ক নিয়ে আসবেন, মানে প্যাকেটগুলা নিয়ে আসবেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো।

প্র: আচ্ছা।

উ: অথবা দেখা যাচ্ছে অনেক দোকানদাররা করে কি, দেখা যাচ্ছে এখানে ওষুধ দিয়ে লিখে দেয়, যে এখানে পাঁচটা দিলাম, এখানে দশটা দিলাম, এটা দেখেও অনেক সময় বোঝা যায়।

প্র: আচ্ছা।

উ: কিন্তু এদিককার রোগী মানে এই ইয়েরা লিখেনা। এদিককার ওরা লেখে না, আমাদের ওদিকে লেখে।

প্র: আচ্ছা কিন্তু ওরা কি এই যে আপনি লিখতেছেন সাতদিন হ্যা, ওরা কি ঐ জিনিসটা বুঝতে পারে এই যে ওরা

উ: আমরা যতদুর সম্ভব বুঝানোর চেষ্টা করি, যতদুর সম্ভব।

প্র: হ্যা, কারণ হচ্ছে বলার একটা ইয়া আছে, বললে না হয় আমি শুনলাম আমি যদি পড়তেই না জানি, তাহলে প্রেসক্রিপশন করে তো কিভাবে ওরা এই ইয়েটা ফলো করবে, আরকি।

উ: এটা ঠিক বলছেন আপনি যে প্রেসক্রিপশন বোঝা তো সোজা কথা না।

প্র: হ্যা।

উ: কিন্তু আমি চেষ্টা করি আমার লেখা আপনি দেখেন

প্র: হ্যা এটা অনেক স্পষ্ট আরকি হ্যা আমি বুঝতে পারছি

উ: স্পষ্ট আমার লেখাগুলা সব স্পষ্ট, আমি লেখা স্পষ্ট লেখার চেষ্টা করি, যেমন ফ্লন্টিন, এই ফ্লন্টিনটা সেফ্রোফ্লক্সাসিন ঠিকআছে।

প্র: হুম হুম।

উ: আমি সব সময় লেখার চেষ্টা করি যে স্পষ্ট করে, যাতে তাদের বোধগম্য হয়।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: মানে বোধগম্যটা

প্র: মানে এরকম কখনো কি

উ: এরকম ফ্যামিলি মানে এখানে খুব কম মানে যে বাড়িতে শিক্ষিত দুই একটা ছেলেপেলে বা মানুষ নাই, এরকম খুব কম ..আছে

প্র: তারমানে ওরা এটলিস্ট ওরা প্রেসক্রিপশনটা দেখে বুঝতে পারে যে এটা সাতদিন খাইতে হবে।

উ: বুঝতে পারে।

প্র: এই জিনিসটা, আচ্ছা তাইলে আমি আরেকটু ইয়া করবো হচ্ছে আপনি যখন কোন রোগীকে দিচ্ছেন, ওষুধ দিচ্ছেন, তখন আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন তার এখনি এন্টিবায়োটিক লাগবে। কোন

উ: যেমন আমরা এন্টেরিক ফিভারের কথাই বলি

প্র: হুম

উ: যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা রোগী তিনদিন জ্বর নিয়ে আসছে, তখন আমরা এন্টিবায়োটিক প্রিফার করিনা, করতে চাইনা।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: কিন্তু ঐযে আবার বললাম যে আমাদের কোম্পানিকে বাঁচাইতে হবে, এখানে চাকরি করতেছি।

প্র: হ্যা, হ্যা।

উ: এটা কিন্তু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, এখানে কিন্তু আমরা মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে টাংগাইল অঞ্চলে বারো লক্ষ টাকা। কিন্তু আমরা সেই বারো লক্ষ টাকা পূরণ করে দিতে পারিনা। আমাদের হেড অফিস থেকে ভর্তুকি বা ডোনেশন আসে ঐটা দিয়ে তখন আমরা মানুষের সেবা দিই। আমাদের এখানকার প্রতিষ্ঠানের মানে মূল মূখ্য বিষয় হচ্ছে যে আপনি আপনার বেতন আপনাকে নিজেই তুলে নিতে হবে। তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন হয়তবা যে এখান থেকে কতটাকা আমাদের ইনকাম হয়। আমাদের এখানে যত স্টাফ আছে সবগুলো মিলে আমাদের স্টাফের বেতন হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা

প্র: আচ্ছা হুম হু

উ: সবগুলা মিলে, তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠান বলতেছে যে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি উঠাইতে পারেন, তাহলে আমরা মনেকরবো যে হ্যা আমরা হ্যাপি।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: এবং আমরা মানে প্রশান্তি, ঠিকআছে তাইলে আপনি বুঝতে পারছেন যে এখানে কতটা তারা মানে সেবামূলক মানে ভাবে চালায় প্রতিষ্ঠানটা, হ্যা ঠিকআছে।

প্র: হ্যা সেটা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু ঐযে বললেন যেটা যে প্রতিষ্ঠানটাকেও ইয়া করতে হবে, আবার আমি তিনদিনের জ্বর নিয়ে তাকে দিবো কি দিবো না এই জিনিসটা।

উ: এখন, এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাকে আমার তিন দিনের জ্বর নিয়ে আমার কাছে আসলো, আসার পর যদি আমার এটা প্রাইভেট চেম্বার হতো তাহলে আমি বলতাম যে আপনি চলে যান। বা দেখা যাচ্ছে যে মাথায় একটু গা টা একটু মুছে নেন বা অথবা দেখা যাচ্ছে যে নাপা টা খেতে পারেন টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার জন্য, আর আপনি তিনদিনের মধ্যে যদি ভাল না হয় বা জ্বর তো ভাল হতেইছে না।

প্র: হ্যা।

উ: তখন আপনি তিনদিন পরে আসলে তখন আমি একটা প্রেসক্রিপশন করে দিবো।

প্র: হ্যা।

উ: তার আগে না, তারপরে পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে পরে কিন্তু এখানে আইসা দেখা যায় যে এইভাবে যদি আমি বলি, তাহলে সে রোগীটা বলবে যে কেমন কথা হলো

প্র: হ্যা হ্যা ..

উ: তার একটা নেগেটিভ একটা ইয়া কাজ করবে আরকি, দিয়ে তখন এরা বাইরে যাবে, বাইরে যেয়ে বলবে যে আমার অসুখে আমি মরে যাচ্ছি। আমাকে ওষুধই দিলো না, ডাক্তারের কাছে

প্র: হ্যা, সেটাই।

উ: তখন দেখা যাচ্ছে যে এই তারা যারা ফার্মেসিআলারা আছে, এরা কিন্তু ব্যবসার জন্য কিন্তু দিয়ে দিবে এন্টিবায়োটিক।

প্র: হ্যা।

উ: এটা আমার মাথায় রাখতে হবে, তাহলে আমি কি করবো সেটাকে, আমরা এখানে আমরা তাকে বুঝনোর চেষ্টা করি যে আপনার সমস্যাটা এই, ঠিকআছে এবং এই সমস্যা এই লাইনে আমরা কিছু টেষ্ট করতে চাচ্ছি, ঠিকআছে। তো দেখা যাচ্ছে যে বেসিক্যালি এন্টেরিক ফিভারের তিনদিনের মধ্যে আসলে ক্রাইটেরিয়া গুলো পাওয়া যায়না। [৩০:২৯ মিনিট]

প্র: হুম

উ: ওভাবে, ঠিকআছে, তার একটু বেশিদিন লাগে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা যদি একটা ক্রাইটেরিওয়াও পাই, তাও আমরা তাকে (তৃতীয় ব্যক্তি কিছু বললো) তো যখন দেখলাম যে এই অবস্থা মানে অন্য জাগায় চলে যেতে পারে, রোগীর সম্পর্কে বুঝতে পারি কিন্তু যেহেতু এই লাইনে আছি এবং অনেকদিন থেকেই আছি তো।

প্র: হ্যা

উ: বুঝতে পারি, তখন আমরা তাকে এই লাইনে কিছু ইনভেস্টিগেশন করাই, করানোর পরে তখন আমরা তাকে এন্টিবায়োটিক চুজ করে দেই।

প্র: এন্টিবায়োটিক, তখন আপনি কোন এন্টিবায়োটিকটা দেন?

উ: এন্টি..যেটা আপনি এন্টেরিক ফিভারের কথাই বললো

প্র: হ্যা এন্টি ফিভারের জন্য তাহলে

উ: ঠিকআছে, তখন আমরা তাকে যদি আমরা একটা টাইটেল পাই তাহলে আমরা এজিথ্রোমাইসিন দেই। সিংগেল ডোজে সাতদিন।

প্র: ঐ তিনদিন পরে দেন এইটা?

উ: হ্যা, হ্যা তিনদিন পরে না

প্র: ঐ সাথে সাথে?

উ: সংগে সংগে যেটা আসলো সেটাই।

প্র: হ্যা, হ্যা ঐযে আপনাকে বললাম তো

উ: হ্যা

প্র: যেটা মানে আমি যেটা বলতেছি সেটা ঠিকআছে, যে দুইদিন থেকে জ্বর, মানুষ তো আর একদিনে জ্বরে আসেনা। দুইতিন তিনদিন এরকম জ্বরে আসে ভুগে আসে, তখন তাকে যদি ছেড়ে দিই আমি তাহলে সেখানে যেয়ে সে একটা মানে কি বলবো ওটা মানে

উ: সে এখান থেকে চিকিৎসা না নিয়ে

প্র: অনির্ভরযোগ্য একটা চিকিৎসা পেয়ে গেলো ওখান থেকে।

উ: হ্যা হ্যা

প্র: তাতে তার ভালও হতে পারে খারাপও হতে পারে।

উ: ভাল হলে তো ভালই, খারাপ হলে তো তারজন্য খুবই খারাপ, কারণ এই এন্টেরিক ফিভার ক্যারিয়ার হয়ে যায়, আবার ক্যারিয়ার থেকে আবার দেখা যাচ্ছে যে মানে এন্টেরিক মানে টাইফয়েড আলসার পারফোরেশন হয়, এই পারফোরেশন পর্যন্ত হইতে পারে, এই রোগের ঠিকআছে

প্র: হুম হুম।

উ: তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তখন আর রিস্ক নেই না, তাহলে বাইরে যেয়ে কেন সে লোকটা ইয়াতে মানে বিভিন্ন ইয়েতে ঢুকবে, তাহলে আমার এখানেই সে চিকিৎসা নিয়ে যাক। এবং চিকিৎসা দিছি আলহামদুলিল্লাহ ভাল হয়ে গেছে।

প্র: আচ্ছা তাহলে এরকমও রোগীর সেবা দিতে হয়।

উ: দিতে হয়

প্র: তো আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো যে এন্টিবায়োটিক বাজারমূল্য যেটা আছে, সেইটার সাথে ওদের কি কেনার সামর্থ আছে? যারা রোগী

উ: এটা অনেক বার্ডেনই হয়ে যায়, বার্ডেন হয়।

প্র: আচ্ছা কিরকম আরেকটু যদি বলতেন তাহলে আরকি

উ: যেমন আমরা যখন এজিথ্রোমাইসিন ব্যবহার করতে যাই, একটা এজিথ্রোমাইসিনের দাম পয়ত্রিশ টাকা

প্র: হ্যা আচ্ছা

উ: পয়ত্রিশ টাকা কিন্তু কম টাকা না

প্র: হ্যা একটা পয়ত্রিশ টাকা হলে তো।

উ: একটা ডোজ, একটা ডোজ কমপ্লিট করতে গেলে দেখা যাচ্ছে পয়ত্রিশ, সাত পয়ত্রিশে কত হচ্ছে? মোটামুটি একটা দেখা যাচ্ছে

প্র: হ্যা, তিন সাততা একুশ

উ: হ্যা।

প্র: মানে প্রায় দুইশো বা তার উপরে।

উ: হ্যা, এরকম চলে আসতেছে, ঠিকআছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সেফলোস্পিরিন এর দিকে যদি যাই, তাহলে তো আরো খরচ বেড়ে গেলো, আরো খরচ বেড়ে গেলো।

প্র: হুম আচ্ছা, হ্যা তাহলে ওদের ওরা কি যেই তুলনায় দাম যেই তুলনায় সেই তুলনায় কি সেবাটা পাচ্ছে? সেবা বলতে কি মানে সুস্থ হচ্ছে কিনা?

উ: সুস্থ যে যখন দেখা যাচ্ছে যে অসুস্থ হইছে তখন তো খাইতেই হবে। তখন তারা যেভাবেই হোক খাচ্ছে।

প্র: হ্যা, আচ্ছা।

উ: এই হচ্ছে।

প্র: মানে তখন কেনার ক্ষেত্রে ওরা কিভাবে কেনে? এটা কি যেহেতু এইটার দাম বেশি আর গ্রাম এলাকা।

উ: হ্যা তারা কেনে, তারা দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে যেটা হয়, আমাদের এখানে তারা কেনে আমরা..আমরা চেষ্টা করি যে আসলে যে এন্টিবায়োটিকটা আছে এইটাই আগে দিতে।

প্র: হুম আচ্ছা।

উ: যাতে রোগীটার এইটা ইমপর্টেন্স থাকে, যে না এইটা আমার খাইতে হবে।

প্র: হুম।

উ: কিন্তু অনেক রোগী আছে স্যার আমাকে নাপাও কিনতে হবে।

প্র: আচ্ছা।

উ: ঠিকআছে, তখন দেখা যাচ্ছে আমরা বলি তাইলে নাপা আপনি একপাতা নেন, এন্টিবায়োটিক দেখা যাচ্ছে কয়টা নেন।

প্র: হুম।

উ: তিনটা নেন, তিনটা তিনদিন খান, খাওয়ার পর অবশ্যই আপনাকে আরো দুইটা খাইতে হবে, বা আরো আপনাকে চারটা খাইতে হবে।

প্র: হুম।

উ: এরকম আমরা বলে দিই ব্যাস এটুকুই।

প্র: সেইটা কি আপনি বলেন, না ফার্মেসিতে বলে?

উ: আমি তো বলে দেই..দেই মানে ঐ যে ফার্মাসিস্ট আছে আমাদের এখানে, উনিও বলে দেন।

প্র: হ্যা, উনিও বলে দেন। তো এক্ষেত্রে তারা কি ঐ তিনদিন খাওয়ার পরে আপনার কাছে কি বাকী দুইটা কিনার জন্য আসতেছে?

উ: না। অনেক সময় আসে, অনেক সময় আসেনা, দেখা যাচ্ছে যে আমি তো আমরা তো আমাদের তো কোন বাকী টাকি দেই না।

প্র: হ্যা।

উ: বাকীর কোন সিস্টেম নাই আমাদের, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা যদি তাদের প্রতিবেশী কোন ফার্মেসির দোকান থেকে যদি বাকী টাকী নিতে পারে, সেক্ষেত্রে নিতে পারে অথবা নিচ্ছে। বা হয়তবা নিচ্ছে না এরকমও হইতে পারে।

প্র: হুম।

উ: তবে আমার মনেহয় নিচ্ছে, কারণ আমরা খোজখবর নেওয়ার চেষ্টা করি।

প্র: আচ্ছা।

উ: আমাদের স্বাস্থ্য সহকারি আছে তো মহিলারা, উনাদের মাধ্যমে আমরা খোজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করি।

প্র: আচ্ছা, কারণ ধরেন সে তিনদিনের নিয়ে গেল, যদি আপনার থেকে বাকী দুইদিনেরটা সে নিয়ে না যায়, তাহলে তো এটা একটা

উ: ইনকমপ্লিট

প্র: ইনকমপ্লিট থাকলো, সে নিলো কি নিলো না এই জিনিসটা আপনারা কিভাবে?

উ: ঐযে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মি।

প্র: স্বাস্থ্যকর্মির মাধ্যমে।

উ: হুম স্বাস্থ্যকর্মি আছে, হ্যা আমাদের চারজন স্বাস্থ্যকর্মি আছে ওদের মাধ্যমে আমরা খবর নেই, যে আমাদের রেজিস্টারে কিন্তু গ্রামের নাম, রোগীর নাম, রোগীর হাজবেন্ডের নাম, তার হাইট কত ওয়েট কত সবই লেখা থাকে আমাদের রেজিস্টারে, ঠিকআছে।

প্র: হ্যা

উ: এটার মাধ্যমে আমর তাকে খুঁজে বের করি এবং আমাদের স্বাস্থ্যকর্মিরা যায় তো, প্রত্যেকটা গ্রামে দেখা যাচ্ছে যে সবদিনই যাওয়া সম্ভব না হলেও, বাস্তব কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাস্তবে ইউনিয়নে কিন্তু তিরিশ, তিরিশ হাজারের উপর টার্গেট মোটামুটি।

প্র: হ্যা হ্যা, অনেক বড় এরিয়া।

উ: অনেক বড় এরিয়া, তো এগুলোতে প্রতিদিন যাওয়া সম্ভব না হলেও দেখা যাচ্ছে সপ্তায় একদিন এরা যায় আরকি, তাদের মাধ্যমে আমরা খোজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করি।

প্র: হ্যা, হ্যা।

উ: যদিও আমার অনেক ব্যস্ততা, মানে এখানে প্রধান আমি।

প্র: হ্যা হ্যা সেটাই।

উ: এখানে মানে ব্যস্ততা থাকে অনেক, অনেক সময় নিতে পারি, তবে চেষ্টা করি নেওয়ার জন্য।

প্র: আচ্ছা।

উ: এবং আমি বিশেষ করে রোগীদের বলি যারা একটু, যারা একটু লিটারেট পার্সন, তাদেরকে আমরা বলে দিই যেমন ঐযে পেকুয়াতে ফলের দোকান আছে, পেকুয়ার মোড়েই..ঐ ভাইয়ের পেট ব্যথা হঠাত করে, তখন আমি বললাম যে আমরা তখন তাকে রোগীর কমপ্লেন তো আমরা তো ইগনোর করতে পারিনা। আমি বলতেছি যে আপনি পানি খেলেই সমস্যা দুর হয়ে যাবে। কিন্তু সে নিজেই বলতেছে সেল্ফ এ্যাডভাইস করতেছে যে আমাকে একটা আলট্রাসনো করে দেখানো হোক।

প্র: আচ্ছা (তৃতীয় কেউ যাইগা বলছে)

উ: ওকে ঐ আলট্রাসনো করালাম, করানোর পর আমি বললাম যে আপনার অনেক গ্যাস ফর্ম করছে, আপনি হয়তবা অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া করেন, এবং আপনি পানি নিয়মিত খান না। মানে পানি তো আমাদের খাওয়া দরকার।

প্র: আচ্ছা, হ্যা হ্যা।

উ: সেটা আপনি খান না (ফ্রি হইলে বইলো..তৃতীয় ব্যক্তি) আচ্ছা.. তখন বললেন যে আসলে যে হ্যা আমি পানি কম খাই এটা সত্য। তারপরে আমি বললাম যে আপনি জানাইয়েন, খুব খুশি হবো জানাইলে। আর..আসলে কি রোগী যদি ফোন করে বলে আমাকে যে মানে আমি ভাল আছি, তাহলে আমাদের একটা মানে সত্যি কথা বলতে কি, একজন ডাক্তার হিসেবে খুব ভাল লাগে আমার।

প্র: সেটা তো অবশ্যই।

উ: হ্যা, যে আমি রোগীটাকে ভাল একটা সেবা দিতে পারছি।

প্র: হ্যা সেই।

উ: তখন ঐ রোগীটা আমাকে ফোন করে বললো যে, স্যার আমার পেট ব্যাথা এইট্টি পার্সেন্টই কমে গেছে।

প্র: আচ্ছা।

উ: ঠিকআছে, এই যে একটা মানসিক অশান্তি।

প্র: হ্যা সেই, তাহলে এই যে লোকজন সাধারণত পুরা ডোজ কিনেনা আরকি, এবং না কিনলে আপনারা স্বাস্থ্য সেবিকার মাধ্যমে খবর নিচ্ছে

উ: খবর নিই।

প্র: তারপরেও যদি না খায় এটা আরো কি ব্যবস্থা করেন?

উ: এটা তখন ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। কারণ আমাদের এখানে কিন্তু সব জিনিসের টেস্ট বলেন, আমাদের ডাক্তারের ভিজিট, ভিজিট সম্মানি বলেন সে অনেক কম কিন্তু।

প্র: আচ্ছা।

উ: আমাদের এখানে এমবিবিএস মানে যারা উনারা যারা কনসালটেন্ট, জুনিয়র কনসালটেন্ট, ডক্টর ... আছে কুমুদিনিতে বসেন উনি।

প্র: হুম হুম।

উ: উনি আমাদের এখানে মাসে একবার ক্যাম্প করেন, গাইনি বিশেষজ্ঞ ক্যাম্প আমরা উনার ভিজিট দেড়শো টাকা রাখছি। যেটা অনেক কম, মির্জাপুর যান আপনি যে কোন ভাল একটা ক্লিনিকে যান পাশে একটা ভাল ক্লিনিক আছে, সেখানে গেলে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো সাতশো টাকা ভিজিট হিসেবে লাগে।

প্র: আচ্ছা।

উ: কিন্তু আমরা..তারা যাতে সেবাটা পায় সেজন্য আমাদের

প্র: একটু কমে

উ: হ্যা, কমে এবং আমাদের আলট্রাসনো যেটা বাইরে হচ্ছে পাঁচশো আমাদের এখানে তিনশো অনলি, আমাদের সবকিছুতেই মানে অনেক কম।

প্র: একটু কম।

উ: হ্যা অনেক কম।

প্র: যেমন আপনার কাছে যখন রোগী দেখাইতে আসে, এইখানে কি ভিজিট দেওয়া লাগে ওদের?

উ: হ্যা দিতে হয়

প্র: দিতে হয়।

উ: দিতে হয়।

প্র: আর এখানে যে রোগীরা আসে, এই রোগীরা কি আপনাদের ঐযে মানে ঐ কার্যক্রমের আন্ডারে মানে কিছু স্পেসেফিক রোগী, নাকি সব.. যে কোন রোগীই আসতে পারবে আপনার কাছে

উ: যে কোন রোগীই আসতে পারবে।

প্র: আচ্ছা।

উ: যে কোন রোগীই আসতে পারবে।

প্র: যে কোন।

উ: আমাদের এখানে এই যে বীমা কার্ডের, মানে স্বাস্থ্য বীমা কার্ডের সুবিধা আছে, যারা গ্রামীন ব্যাংকের সদস্য, তারা আমাদের অটোমেটিক আমাদের সদস্য এবং তারা যদি আমাদের এখানে হেলথ কার্ড করে, তাহলে পরিবারের ছয়জন সদস্য তারা মানে..অনেক মানে ঐযে দেখেন লেখা আছে আপনার ওষুধে, ওষুধ ক্রয়ে দশ পার্সেন্ট ছাড়।

প্র: আচ্ছা হ্যা।

উ: যেখানে আমাদের, আমাদের যেটা কোম্পানি দশ পার্সেন্ট লাভে দেয় সেইটা আমরা এখানে, সেইটা মানে বিলায় দিই আরকি, কোন লাভই হয় না।

প্র: সেটা বুঝতে পারছি

উ: ঠিকআছে।

প্র: সেটা হচ্ছে যারা আপনাদের ইয়া গ্রামীন ব্যাংকের আন্ডারে

উ: আন্ডারে।

প্র: যারা ঋণ ইয়ে করতেছে বা ঐ কার্যক্রমের মধ্যে আছে আরকি, কিন্তু যারা এই কার্যক্রমের বাইরে

উ: বাইরে, তারাও ইচ্ছে করলে কার্ড করতে পারে।

প্র: এখানে কি এই সেবা নিতে গেলে কার্ড করতে হবে?

উ: এবং কার্ড করলে.. হ্যা কার্ড করতে..কার্ড না কার্ড করলেও..করতে পারে, দেখা যাচ্ছে না করলেও না করতে পারে, যেমন কার্ডধারী রোগীর জন্য সুবিধা আছে একরকম আর যারা সাধারণ রোগী তাদের জন্য সুবিধা আছে একরকম। যারা সাধারণ রোগী তাদের ভিজিট মানে আমাদের এখানে ডক্টরের ভিজিট হচ্ছে সত্তুর টাকা।

প্র: আচ্ছা

উ: আর যারা কার্ডধারী তাদের জন্য পঞ্চাশ টাকা এই সিস্টেম।

প্র: এই সিস্টেমটা হচ্ছে ঐটা, আমি ঐটা একটু জানার জন্য যে যেহেতু এখানে শুধু মহিলা রোগীই আসে আর যেহেতু আপনাদের একটা এইটা প্রোগ্রামই বলা যায়, এইজন্য। [৪০:০৮ মিনিট]

উ: জ্বী।

প্র: আচ্ছা, আপনি যখন এই যে ওষুধ দেন হ্যা, ওষুধ দেওয়ার সময় রোগীকে অন্যান্য যে নরমাল ওষুধগুলোকে বেশি প্রাধান্য দেন, না এন্টিবায়োটিকটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন, প্রেসক্রিপশন করার সময়।

উ: অন্যান্য..হ্যা অন্যান্য দেখা যাচ্ছে যে আসলে রোগীর মানে ডায়গনসিস অনুযায়ী ওষুধের ডিজায়ারটা আসে।

প্র: হ্যা সেটা অবশ্যই।

উ: ঠিকআছে, যেমন দেখা যাচ্ছে যদি তার শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে তার পিওডি যেটা আমরা, পিওডি আছে সেখানে তো কোন এন্টিবায়োটিকের তেমন কোন রোল নাই। যদি হেলিকো বা পাইলোরি ধরা হয় তখন আমরা সেখানে এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি, কিন্তু নরমাল পিওডি হলে সেখানে কোন এন্টিবায়োটিক দেই না।

প্র: আচ্ছা।

উ: সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দিই না, কিন্তু যেটা এন্টিবায়োটিক লাগবে সেটা দেওয়া হয়

প্র: তাহলে এই অন্য ওষুধের মধ্যে আর এই এন্টিবায়োটিকের মধ্যে এই দুইটা ওষুধের মধ্যে পার্থক্যটা কোন জায়গায়। মানে দুই ওষুধের মধ্যে পার্থক্য?

উ: অন্য ওষুধের মধ্যে, অন্য ওষুধ আর এই ওষুধের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে এইটা একটা মানে ডোজ ডিউরেশন আছে।

প্র: আচ্ছা

উ: ওগুলার কোন ডোজ ডিউরেশন তেমন নাই।

প্র: আচ্ছা

উ: তেমন নাই এটা বললেও ভুল হবে দেখা যাচ্ছে যদি আমি আইবিএস এরকথা চিন্তা করি, আইবিএসের জন্য একটা ওষুধ মেপ এবং এন্টিডিপ্রেশনের একটি ওষুধ দেওয়া হয়, সেটাকে আমরা অনেকদিন কন্টিনিউ করতে বলি।

প্র: হুম

উ: কিন্তু সেটা যদি পনর দিন খাইয়া যদি রোগী ছাইড়া দেয় তাহলে তার রোগটা ভাল হবেনা, কিন্তু কোন ধরনের সাইড ইফেক্ট আসবে না।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে?

প্র: হ্যা

উ: কিন্তু আমার এখানে রোগ তো ভাল হবেনা, হবেনা..সেই ওষুধটা রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে।

প্র: এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে?

উ: হ্যা কাজ করতেছেনা

প্র: হ্যা

উ: আর এটাতে অন্য যে সাধারণ ওষুধগুলা আমার রোগটা ভাল হলো না কিন্তু কোন ক্ষতিও হলো না আমার।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে

প্র: হ্যা

উ: এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে রোগ তো ভাল হচ্ছেই না, কিন্তু ঐটা অর্ধেক ডোজ বা ইনকমপ্লিট ডোজ করার কারণে সেটা রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে।

প্র: রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে, তারমানে এইটা একটু ইয়া

উ: হ্যা

প্র: বলা যায় ইমপর্টেন্ট যে ডোজটা কমপ্লিট করা

উ: কমপ্লিট করা

প্র: আচ্ছা, লোকজন কি মানে ধরেন আপনাদের ইয়াতে আরকি, ফার্মেসিতে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কি ওরা ওষুধ ইয়ে করতে আসে কিনা, নিতে আসে কিনা?

উ: হ্যা, আসে অনেক আসে।

প্র: অনেক আসে?

উ: আসে

প্র: আচ্ছা তখন

উ: অনেক আসে এবং আমাদের বলে যে আজকে এই ওষুধটা বাচ্চাকে খাওয়াইলাম, এআরআইয়ের যে ম্যানেজমেন্ট দিছেন যদি পাঁচমাস পর যদি আবার যদি এই সমস্যা হয় তাহলে কি এই ওষুধটা খাওয়াইতে পারবো?

প্র: মানে ওরা নিজেরাই জিজ্ঞেস করে যায়

উ: নিজে্রাই বলে হ্যা, নিজেরাই বলে..তখন আমি বলি যে না, করা যাবেনা।

প্র: আচ্ছা

উ: এটা আপনার এআরআই, না অন্যকোন সমস্যা হচ্ছে বা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে শ্বাসকষ্ট বাচ্চাদের এআরআই এর কারণে হতে পারে বা দেখা যাচ্ছে কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্টের কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

প্র: আচ্ছা

উ: তাহলে আপনার সে তো বুঝবে না, যে ওটা কি কোন ধরনের শ্বাসকষ্ট, ওটা কি কার্ডিওজেনিক মানে..কার্ডিওজেনিক যেটা শ্বাসকষ্টটা আমরা বলি হলো ডিসপেনিয়া।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে আর এমনি শ্বাসকষ্টকে ব্রেথনেসলেস বলি।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে

প্র: হ্যা

উ: তো কোনটা সে তো বুঝবে না।

প্র: হুম হুম

উ: তাহলে তো ঐটা তো হবেনা।

প্র: ঐটা তো হবেনা, এখন আপনাদের কাছে যখন সে..সেটা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে জানতে চায় যে হ্যা, আপনি এখন এইটা প্রেসক্রিপশন করছেন, পাঁচমাস পরে কি আমি আবার এইটা খাওয়াইতে পারবো কিনা।

উ: খাওয়াইতে পারবো কিনা।

প্র: আচ্ছা আর হয় ..যদি যদিও আপনার আন্ডারে না তাও আমি জানতে চাচ্ছি, যেহেতু এইটার পুরাটার হেড হচ্ছে আপনি এই ইয়ার ড্রাগসের। তাহলে ঐযে যখন প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক ওষুধ চাইতে আসে দোকানের মধ্যে

উ: জ্বী জ্বী।

প্র: তখন ওরা কি করে? দোকানদার তখন কি করে আসলে?

উ: দোকানদার কি করে?

প্র: হ্যা

উ: দোকানদার তো দিয়ে দেয়।

প্র: দিয়ে দেয়?

উ: দিয়ে দেয় যে হ্যা সে বলে যে কি সমস্যা? চাইলো একটা ওষুধ যে আমার এরকম হচ্ছে আমাকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেন, রোগীরা তো আর নাম বলেনা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেন বল্

প্র: হ্যা হ্যা

উ: ঠিকআছে, কি সমস্যা তখন বেসিক্যালি যেটা বলে কি সমস্যা? অমুক সমস্যা

প্র: হুম।

উ: তা বলছে যে এই সমস্যার জন্য এই এন্টিবায়োটিকটা ভাল হবে, দোকানদাররা বলে দেয়।

প্র: আচ্ছা

উ: মানে

প্র: মানে সেই সাজেস্ট করে আরকি

উ: হ্যা সাজেস্ট করে

প্র: মানে ভার্বালি প্রেসক্রাইব করে।

উ: হ্যা।

প্র: তখন রোগীরা ঐটা নিয়ে যায়?

উ: ওটা নিয়ে চলে গেল।

প্র: আচ্ছা তাহলে আমরা একটু এবার অন্য প্রসংগে ঝুঁকি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

উ: বলেন

প্র: যেমন এন্টিবায়োটিক রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

উ: রোগ প্রতিরোধ মানে

প্র: রোগ প্রতিরোধ

উ: এন্টিবায়োটিক আমরা বলবো যে ওষুধ দিয়ে তো আমরা দেখা যাচ্ছে যে এইট্রিপার্সেন্ট বলতে পারি।

প্র: আচ্ছা

উ: এখন যদি মানে আমরা যদি তাকে যদি এইডা কি বলবো, যে রোগটা.. যেমন এন্টেরিক ফিভারের কথা বলি, এন্টেরিক ফিভারটা হচ্ছে একটা পানি বাহিত রোগ। মানে টাইফয়েড রোগ তো পানি বাহিত রোগ।

প্র: হ্যা

উ: তাহলে সে কোথা থেকে পানি খাচ্ছে।

প্র: হুম।

উ: কোন পানি সে, মাধ্যমে সে এটা হলো, সেটা তো আমাদের বুঝতে হবে।

প্র: হু হুম।

উ: তাহলে যদি আমরা তার পানি খাওয়ার প্রসেসটাকে যদি আমরা মানে একটু এদিক ওদিক করে দেই, তাহলে কিন্তু তারটা সারতে আরো ভাল হবে আরকি, ঐ রোগটা সারতে?

প্র: হ্যা।

উ: যেমন আমরা প্রথমেই মানে রোগীটাকে এ্যাডভাইস করি যে আপনি অসুখটা ভাল না হওয়ার পর্যন্ত আপনি ফুটিয়ে পানি পান করবেন।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে এই ধরনের মোটিভেশন দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে ওষুধ এখানে কাজ করলো এইট্রি পার্সেন্ট, আর আমাদের আমার যেটা মোটিভেশন বা এই যে আপনার এই ইয়েটাকে মানে আমরা মানে

প্র: পরামর্শ

উ: আমি আসলে ভুলে গেলাম যে কি বলে ওটাকে

প্র: হ্যা হ্যা

উ: পজিটিভ এজেন্ট বা মানে সোর্স অফ ইনফেকশন

প্র: আচ্ছা হ্যা হ্যা।

উ: সোর্স অফ ইনফেকশনটাকে আমি ব্লক করে দিলাম, এখন ও টাইফয়েড যুক্ত পানি খেতেই আছে

প্র: আর এদিকে ওষুধ খাচ্ছে

উ: শুধু পানি না ও স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে যদি না হাটে তাহলেও কিন্তু ওর টাইফয়েড হতে পারে।

প্র: আচ্ছা

উ: যেহেতু পানি বাহিত রোগ

প্র: হ্যা হ্যা

উ: হ্যা ঠিকআছে সেক্ষেত্রে হতে পারে। তাহলে ওষুধ কাজ করছে এইট্টি পার্সেন্ট এবং আমাদের যেই মোটিভেশন গুলা এইগুলো কাজ করছে বাকী টুয়েন্টি পার্সেন্ট

প্র: এইগুলো কাজ করছে বাকী টুয়েন্টি পার্সেন্ট। আচ্ছা তাহলে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এইটা বেশি ভাল কাজ করে এবং কোন গ্রুপের ওষুধটা ভাল কাজ করে রোগের জন্য? এন্টিবায়োটিকটা আরকি

উ: আসলে ব্যাকটেরিয়া দুই ধরনের

প্র: হুম হুম।

উ: হয়ে থাকে মূলত, হ্যা দুই ধরনের ব্রড স্পেকট্রাম, ন্যারো স্পেকট্রাম

প্র: সেকেন্ডটা কি বললেন?

উ: ন্যারো স্পেকট্রাম, ন্যারো মানে হচ্ছে যে গ্রাম নেগেটিভ হতে পারে, আবার গ্রাম পজিটিভও হতে পারে।

প্র: হ্যা

উ: আবার ব্রড স্পেকট্রাম হচ্ছে ঐ এন্টিবায়োটিকটা সব ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উপরে কাজ করবে, যেমন আমরা এই যে ম্যাক্রোলাই গ্রুপের এজিথ্রোমাইসিন যেটা এটা সব ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উপরে কাজ করবে।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে, আর ন্যারো স্পেকট্রামটা হচ্ছে যে কোন একটা গ্রুপের উপরে কাজ করবে সে।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে এরকম।

প্র: আচ্ছা, তাহলে এই যে এন্টিবায়োটিকের কোন সাইড ইফেক্ট আছে কিনা?

উ: এন্টিবায়োটিকের সাইড ইফেক্ট কি

প্র: একটা তো বলছেন তাদের এইটা কোর্স পুরা না করলে রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে

উ: রেজিস্টেন্স

প্র: কিন্তু এটার সাইড ইফেক্ট কিরকম?

উ: সাইড ইফেক্ট মূল সাইড মানে প্রধান সাইড ইফেক্ট হচ্ছে যে জিআইটি ডিস্টার্বেন্স হতে পারে, দেখা যাচ্ছে যে বমি বমি ভাব হতে পারে, তার অরুচি হতে পারে, দেখা যাচ্ছে মুখে বিটার টেস্টটা মাউথ মানে স্বাদ পাচ্ছে না।

প্র: আচ্ছা।

উ: এরকম হতে পারে।

প্র: তখন এইগুলোর সমাধান কি?

উ: এগুলোর সমাধান হচ্ছে আমরা যে তাকে বলি যে আপনার, আমরা রি এসিউরেন্স করি যে আপনার এই এন্টিবায়োটিকটা দেওয়া হলো, যার কারণে কিন্তু আপনার এই ধরনের সমস্যা আসতে পারে।

প্র: আচ্ছা

উ: কিন্তু কখনো আপনি এটা খাওয়া বন্ধ করবেন, সেটা তো..যখন আপনার এই প্রবলেমগুলা আপনার দেখা যাচ্ছে যে বেশি হয়ে যাচ্ছে, বেশি করে মানে, যেমন দেখা যাচ্ছে যে আপনি খেতে পারছেন না, ঠিকআছে আপনি কয়দিন খেলেন না ঠিকভাবে সমস্যা নাই, কিন্তু যখন আপনার বমি হয়ে যাচ্ছে তখন তো আপনার বন্ধ করতে হবে এন্টিবায়োটিকটা।

প্র: আচ্ছা হ্যা

উ: বা দেখা যাচ্ছে ডায়রিয়া হয়ে যাচ্ছে তখন তো আর বন্ধ করতে পারবেন না, এই হচ্ছে প্রবলেম।

প্র: এইভাবে, মানে যে বন্ধ করা আরকি যদি এক্সট্রিম হয়ে যায় তখন বন্ধ করতে হবে।

উ: হ্যা হ্যা বন্ধ করতে হবে।

প্র: হ্যা।

উ: আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনটা কোন এন্টিবায়োটিক (ফোনের রিংটোন) কি বলছিলাম যেন?

প্র; এই সেটা হচ্ছে আপনার ঐ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো মোকাবেলা করার জন্য, সাইড ইফেক্টগুলো আরকি এক্সট্রিম যদি হয়ে যায়

উ: আমাদের বেসিক্যালি যে আমাদের সবচে বেশি সাইড ইফেক্ট করে হচ্ছে হলো এই যে মেট্রোনিডাজল যেটা

প্র: আচ্ছা

উ: মেট্রোনিডাজল দেখা যাচ্ছে যে খাইলে অনেক সময় মানে কন্সটিপেশন হয়ে যায় অনেক কন্সটিপেশন এবং এতটাই বিটার টেষ্ট হয় যে কোন কিছুই সে আর খাইতে পারেনা। বা বমি বমি ভাব হতে পারে

প্র: হ্যা হ্যা

উ: এই ম্যাক্সিমাম রোগীরাই এই সিমটম্প নিয়ে আসে যারা এগুলা খায়, তো আমরা যখন দেই তখন বলে দেই তো, যার কারণে আরকি তারা এইটা নিয়ে আমাদের কাছে আসেনা।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে, কিন্তু যখন বেশি হয়ে যায় একদম একবারে তখন আমাদের কাছে আসে, এই হচ্ছে

প্র: আচ্ছা, তখন আসলে তখন আপনি কি সমাধান দেন?

উ: আসলে আমরা তো উইথড্র করে দেই ওটা।

প্র: আচ্ছা, ঐ স্টপ করান।

উ: স্টপ, স্টপ করে দেই

প্র: তাহলে এন্টিবায়োটিক তো অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেল না?

উ: অর্ধেক খাওয়া হলো ঠিকআছে কিন্তু তাহলে তো কিছু করার নাই।

প্র: এর উপায় কি মানে এর পরবর্তী চিকিৎসা

উ: এর পরবর্তীতে চিকিৎসা অন্য ওষুধ দিয়ে করতে হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে, অথবা তার দেখা যাচ্ছে যদি সম্ভব হয় আমরা সিএস করে ফেলি

প্র: সিএস?

উ: সিএস মানে হচ্ছে কালচার সেনসেটিভিটি টেস্ট

প্র: আচ্ছা।

উ: ঠিকআছে, কালচার টেস্ট করলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন এন্টিবায়োটিকটা সেনসেটিভ কোন এন্টিবায়োটিক সেনসিটিভ না, এবং কোনটা তার মানে হাইপার সেনসেটিভ

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: মানে এমন এন্টিবায়োটিক আছে বা এমন কোন কিছু ওষুধ আছে যেগুলো খাওয়ার সংগে সংগে মানুষের রিএ্যাকশন শুরু হয়।

প্র: হ্যা

উ: যেমন আমরা কচু খাইলে বা বেগুন খাইলে যেমন একটা হয়

প্র: হ্যা অনেকের এলার্জির

উ: এন্টিজেন এন্টিবডির রিএ্যাকশন বলে।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: তো এইটা হয় দিয়ে আমাদের র‍্যাশ ট্যাশ হয়, এরকম অনেক এন্টিবায়োটিক বা ওষুধ আছে যেগুলো সংগে সংগে রিএ্যাকশন শুরু হয়

প্র: আচ্ছা

উ: সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই স্টপ করতে হবে, সে যেটাই হোক।

প্র: আচ্ছা সে যেটাই হোক বা রেজিস্টেন্স হোক সেটা

উ: সেটা যদি সেফালোস্পিরিন ফোর্থ জেনারেশনও হয় তাও স্টপ করতে হবে।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এইযে আমরা এত আগেই বলছিলাম এ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স নিয়ে তো এই রেজিস্টেন্টটাকে দুর করার জন্য আমরা কি করতে পারি?

উ: এই রেজিস্টেন্স দুর করার জন্য এই যে আমাদের মানে রোগীকে বুঝাইতে হবে। যে আমার প্রেসক্রিপশন একটা করলাম সেখানে যে এন্টিবায়োটিকটা আছে, সেই এন্টিবায়োটিকের গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে ক্লিয়ারলি তাকে একটা ধারণা দিতে হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: যে এইটা হচ্ছে আপনার এন্টিবায়োটিক, এটা আপনার রোগের বিরুদ্ধে কাজ করবে, এবং এই এন্টিবায়োটিকটা আপনাকে এই কয়দিনে খেতে হবে। আমি এভাবে রোগীদের বলি রোগের মানে রোগীদের বোধগম্য হওয়ার জন্য

প্র: হ্যা (তৃতীয় কেউ কিছু বললো)

উ: বয়স্ত মানুষ..

প্র: হ্যা [৫০:৫৬ মিনিট]

উ: আমি ওদেরকে বোধগম্য হওয়ার জন্য বলে দেই যে আপনার শরীরে মনেকরেন যে দশটা মানে জীবাণু ঢুকছে, তো আমি যদি আপনাকে যদি সাতদিনের ওষুধ যেটা দিছি আমরা আপনাকে, সেটা যদি আপনি সাতদিন ফুলফিল করেন দশটা জীবাণু মরে যাবে। ঠিকআছে

প্র: হ্যা

উ: কিন্তু যদি আপনি ওখানে তিনটা খান, পাঁচটা খান তাহলে কিন্তু তার অর্ধেক মরলো বা অর্ধেকের অর্ধেক মরলো, তাইলে কিন্তু আপনার জীবাণু কিন্তু প্রত্যেকদিন আবার বংশবিস্তার করে।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: ঠিক আছে এভাবে মানে ওদের বোধগম্য যেটা হয় আরকি

প্র: মানে হ্যা যেভাবে হয় ওভাবে বুঝানো

উ: জীবাণুটা প্রত্যেকদিনই এবং প্রত্যেক সেকেন্ডেই তারা বংশবিস্তার করে।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: এবং ব্যাপক ভাবেই বংশ বিস্তার করে এবং বংশবিস্তার যে আপনার শরীরের মধ্যে করতেছে, মানে ব্যাকটেরিয়ার টক্সিন যদি রিলিজ হয় তখন আমাদের কিন্তু ডিজিজের উপসর্গগুলো সিমটম্প গুলা রিলিজ হয়, যেমন জ্বর।

প্র: হ্যা

উ: ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরে গ্রো করছে, গ্রো করার পর সেখানে তারা আমাদের পোষক দেহ অর্থাৎ মানুষের দেহে এখানে তারা ওখানে খাচ্ছে এবং তারা পায়খানাও করতেছে ব্যাকটেরিয়া, এই ব্যাকটেরিয়া পায়খানাগুলোতে বা ওদের রেচনতন্ত্রের যেই প্রক্রিয়া সাধনের পর যেই মানে ওয়াস্ট ম্যাটেরিয়াল তৈরী হয় সেটাকে টক্সিন বলে। যে টক্সিন রিলিজ করে এই টক্সিনগুলা রিলিজ করার ফলে কিন্তু আমাদের শরীরে জ্বর এবং বিভিন্ন যেটাই বলেন না কেন, সেটাই হয়।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে তারমানে আমাদের শরীলে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতেছে, ঠিকআছে সেখানে এন্টিবায়োটিক দরকার, সেখানে এন্টিবায়োটিক আমি দিলাম, একটা এন্টিবায়োটিক দেওয়ার পরে হয়ত দশটা ব্যাকটেরিয়া মরলো, কিন্তু আপনি যদি দেখা যাচ্ছে যে তিনটা খান তাহলে তো সে হারে মরবে না।

প্র: আচ্ছা।

উ: এভাবে মানে ওদের বোধগম্য যেভাবে হয় সেভাবে চেষ্টা করি আরকি।

প্র: মানে ওদের যেরকম, আচ্ছা আপনি করেন মানে আরকি

উ: জ্বী

প্র: অন্যকোথাও তো এইটা হয় না, ঐযে ফার্মেসিতে ঐখানে গিয়ে হয় না

উ: এভাবে না, ওদের বলার সুযোগ নাই এইভাবে, ওরা বলতেও পারবে না তারা, তারা ওভাবে বলতেও পারবে না, আসলে যখন আমাদের এখানে কিছু হিউজ নলেজ থাকে তখন সেখান থেকে খাটো করে ছোট করে বানায় একটা বলতে পারি বোধগম্যভাবে কিন্তু আমার নলেজই নাই। কিন্তু সেখানে তো মানে বলার সর্ট প্রসেসে বলার কোন ইয়েই নাই।

প্র: তখন কি এই রোগীরা কি তখন বুঝতে পারে যে হ্যা এই এন্টিবায়োটিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠিকভাবে খাইতে হবে, এরকম কিছু আপনাকে কিছু বলে?

উ: হয়তবা বুঝতে পারে, হয়তবা বুঝতে পারেনা, ঐ বাইরে থেকে নিলে?

প্র: হ্যা এখানে আপনাকে বলে কিনা যে আপনি বুঝাইলেন, বুঝানোর পরে কিছু বলে কিনা?

উ: হ্যা বুঝতে পারে, বলে.. যে স্যার তাহলে এটা আমাকে তিন দিন আমি নিলাম, তিন দিন নিয়ে খাইলাম এটা তারপর আমাকে আবার নিতে হবে এইটা, অন্যগুলা মিস হলেও এতটা সমস্যা নাই কিন্তু এইটা মিস হইলে সমস্যা আছে।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: এভাবে মানে বলে দেওয়া আবার

প্র: আচ্ছা, তাহলে এই রোগীদেরকে আমরা আর কিভাবে বুঝাইলে ওরা সঠিক নিয়মে খাবে আরকি, যে যতদিন পর্যন্ত ধরেন সাতদিন পর্যন্ত খাওয়া দরকার আছে এন্টিবায়োটিক সাতদিন পর্যন্ত খাবে, যতদিনে দুইটা খাওয়ার প্রয়োজন হইছে দুইটা খাবে, এই যে জিনিসটা সঠিকভাবে খাওয়ার ইয়েটা

উ: সঠিকভাবে বুঝাইতে গেলে তো অনেক কিছু বলতে হয়।

প্র: ওদের জন্য চ্যালেঞ্জ কি কি আছে আরকি?

উ: ওদের মানে সঠিকভাবে যদি আমি বুঝাইতে যাই, ওদের যে মানে খাবার যে এটা ওষুধটা যে ডোজ কমপ্লিট করার একটা চ্যালেঞ্জ, সে কিন্তু পারবে বা নিবে, এরকম ভাবে যদি বুঝাতে যাই, তাহলে আমাকে কিন্তু না খাইলে কি হবে এইটা বুঝাইতে হবে।

প্র: হুম হুম।

উ: এবং আমি সুযোগ পাইলে এটাও বলি, যেমন ধরেন মনেকরেন যে টাইফয়েডের ব্যাকটেরিয়ার নাম হচ্ছে হলো সালমোনিয়া টাইফি, প্যারা টাইফি, এই ধরনের যে ব্যাকটেরিয়াটা এটাকে আমরা যখন বলে, যদি একটু..একটু লিটারেট পার্সন পাই।

প্র: হুম হুম।

উ: মানে যারা মানে একটু শিক্ষিত যাদের বুঝানো যায় ভালভাবে, বলি যে একটা ব্যাকটেরিয়া মনেকরেন যে কোন মানে গালি গায়েই সে আমার শরীরে প্রবেশ করছে, সে কোন ধরনের লাইফ জ্যাকেট বা কিছুই সে তার গায়ে নাই। সে খালি গায়ে ঢুকছে বা সাধারণ পোষাকে ঢুকছে। আমার শরীরে ঢুকলো, ঢোকার পর আমার শরীরে সে ইনফেকশন গ্রো করতেছে, ইনফেকশন বাড়াচ্ছে, তখন আমি যখন তিনটা ওষুধ খাবো, তিনটা যখন আমি এন্টিবায়োটিক খাইলাম, ডাক্তার দিছে সাতটা আমি তিনটা খাইয়া বাদ দিলাম, ভাল হয়ে গেল আমার।

প্র: হ্যা।

উ: ঠিকআছে ভাল হয়ে, তিনটা খাইয়াই ভাল হয়ে গেল। এন্টিবায়োটিকের মধ্যে এজিথ্রোমাইসিন কিন্তু খুব ভাল এন্টিবায়োটিক, অনেক সময় তিনটা খাইলেও ভাল হয়ে যায়।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে, কিন্তু সিমটম্পগুলা ডিজএ্যাপিয়ার করে দেয়, তখন কিন্তু মনেকরেন যে পেশেন্ট যে আমার মনেহয় ভাল হয়ে গেল। ঠিকআছে, তখন আমি বলি যে তখন কিন্তু ভাবা যাবেনা যে আমি ভাল হয়ে গেছি, তারা বাহির থেকে একটা বডি সাপোর্ট মানে ইমিউন সিস্টেমে..ইমিউন সিস্টেমকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি বাইরে থেকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে, সেটার সাপোর্ট পাওয়ার কারণে আমরা মানে ইমিউন সিস্টেমের মানে সৈন্যরা মানে বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে, সেই ডিজিজগুলো সিমটম্প গুলো বা কমপ্লেন গুলো মানে আপনার ডিজএ্যাপিয়ার করছে, আপনার জ্বর আসতেছেনা, আপনার কাশি হচ্ছে না কিন্তু তারমানে এই না তারা বসে আছে। বা তারা চলে গেছে ফিরে, মানে আপনার শরীরে আর নাই, এরকম কিছু না, তারা শরীরে আছে কিন্তু একটা নিউট্রিলাইজ পর্যায়ে আছে। কিন্তু আপনি যখনই এটা উইথড্র করে ফেলবেন বা খাওয়াটা বন্ধ করে দিবেন ওরা আবার কিন্তু প্রজনন কাজটা চালায় যাবে ওরা, ওরা ওদের সৈন্য তখন তৈরী করতে থাকবে। তাহলে তিনদিন খাওয়ায়ে বাদ দেওয়ার পর যে অরা যে সৈন্য তৈরী করে ফেললো, এই যে

ব্যাকটেরিয়ার যে সৈন্যগুলা সেই সৈন্যগুলা কি এমনি এমনি তখন কি তারা কোন মানে ডিফেন্ড করার মতো কোন ব্যবস্থা নিবেনা তারা? অবশ্যই নিবে।

প্র: হ্যা

উ: তখন করে কি, ঐ এন্টিবায়োটিকের এগেইনেস্টে একটা লাইফ জ্যাকেট করে নেয়, বা বুলেট প্রুফ বলেন বা যেই এন্টিবায়োটিক প্রুফ জ্যাকেট পরে নেয় ওরা।

প্র: হ্যা

উ: পরে নিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা মানে জ্যাকেটটা পরে নেয়, পরে যদি আপনি ঐ ওষুধটা খান, তাইলে সেই জ্যাকেট সেই জ্যাকেটে যাইয়া মানে এই বুলেটপ্রুফের মতো যেই কাজটা

প্র: হ্যা কাজ করে

উ: সেইখানে যাইয়া কাজ করতে পারবে না তারা এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি আমি।

প্র: হ্যা এখন কি এইটা বুঝানোর পরেও যে ওদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং যে সঠিক ভাবে খাওয়া

উ: সঠিক ভাবে

প্র: মানে সঠিকভাবে, দামও বেশি মানে সবকিছু মিলায় আরকি মানে সাতদিন খাওয়া

উ: না মোটামুটি ভাল চ্যালেঞ্জিং, ভাল চ্যালেঞ্জিং ঠিকআছে, যেমন আমি দেখতেছি আমি বলে দিই যে সাতটা এন্টিবায়োটিকের দাম কত লাগতেছে

প্র: হ্যা, মানে আর্থিক ধরেন আর্থিক সামর্থ্য যেমন থাকা লাগবে, সাতদিন ওষুধ খাইতে গেলে ধরেন সাতদিনে আপনি দিচ্ছেন পার ডে দুইটা করে।

উ: হুম হুম।

প্র: তাইলে তো হিউজ টাকা যাচ্ছে আরকি

উ: হুম টাকা যাচ্ছে

প্র: তো এইটা কতটা ওদের জন্য ইয়া, যে খাওয়াটা চ্যালেঞ্জিং এক্ষেত্রে? কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে হয় আরকি?

উ: না ঐযে একটা ওষুধ কিনা চ্যালেঞ্জিং আছে ঠিকআছে

প্র: হ্যা হ্যা

উ: তারপর দেখা যাচ্ছে যে অসুস্থ হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক দূর্বল ফিল করে তারা। তাদের জন্য দেখা যাচ্ছে ভাল খাবার বা আমরা দেখা যাচ্ছে রোগীদের যারা টাইফয়েডের রোগী যারা একটু রিচ ফ্যামিলি, তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে টাইফয়েডের ইনজেকশন যেটা আমরা দিয়ে থাকি, সেপটিএক্সিম যাদেরকে দিতে হয়, যারা ক্যারিয়ার হয়ে গেছে তাদের টাইটারটা অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে, তিনটা টাইটার হয়ে গেছে।

প্র: হুম।

উ: তাদেরকে আমরা দেখা যাচ্ছে যে সেফটিএক্সিম দিয়ে দিলাম, দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভাল মাল্টিভিটামিন একটা দিয়ে দিলাম, সেক্ষেত্রে সেটার দাম তো অনেক, একটা মাল্টিভিটামিনের মানে ইনজেকশনের দাম তো দুইশো সত্তুর টাকার মতো। কিন্তু এই যে শরীরের ঘাটতি তারা রিচ ফ্যামিলি বলে এটাকে মানে ইমপ্রুভ করে নিচ্ছে বা ইয়ে করে নিচ্ছে

প্র: হু হুম

উ: কিন্তু এ যারা পুওর ফ্যামিলি বা পুওর মানে ইয়ার মধ্যে এদের কিন্তু এটাকে রিকভার করা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা, এই আর্থিক সমস্যা ছাড়া আর কি সমস্যা থাকতে পারে? সঠিকভাবে না খাওয়ার?

উ: সঠিকভাবে না খাওয়ার

প্র: হুম।

উ: দেখা যাচ্ছে যে তাদের আমি হয়তবা বুঝাতে পারছি না, ইমপর্টেন্স যে এন্টিবায়োটিকের গুরুত্ব আসলে কি? এটাও হতে পারে ঠিকআছে

প্র: আচ্ছা তাদের নলেজটা ঐ ইয়া

উ: তাদের নলেজ কম।

প্র: আচ্ছা, তো এবার হচ্ছে আমি একটু নীতিমালা সম্পর্কিত ইয়াগুলো জানতে চাইবো, ধরেন আপনাদের এখানে কি ড্রাগশপ একটা আছে, আপনি নিজে এখানে প্রাকটিস করতেছেন, সবকিছু মিলিয়ে এখানে কি কোন ইয়া আছে, পর্যবেক্ষক সংস্থা বা এরকম কিছু পর্যবেক্ষণ এন্টিবায়োটিক কিভাবে ইয়ে করতেছেন এগুলো আছে?

উ: হুম হুম আমাদের এখানে তো অবশ্যই

প্র: আছে।

উ: আমাদের এখানে প্রত্যেকটা জিনিসেরই মনিটরিং করা হয়, এই যে এখানে পত্রিকা আছে, এখানে পত্রিকা মাসে কতখানি জমা হয় এটা বেচে, মানে এটা বিক্রি করার পর কয়টাকা আসে, সেটাও আমাদের দেখাইতে হয়।

প্র: আচ্ছা মানে এইটা হচ্ছে আপনার

উ: মানে একটা ছোট বিষয় দিয়ে বুঝায় দিলাম আপনাকে।

প্র: হ্যা হ্যা, আমি বুঝছি মানে

উ: মানে টপ টু বটম পর্যন্ত আমাদের মানে হিসাবপাতি সবকিছু ক্লিয়ার মানে ফর ফিট রাখা লাগে, এমনকি আমার এখানে যদি, আমার এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাসে একবার করে সেইটা মানে, মানে কি বলে এইটাকে কি বলবো এটাকে

প্র: প্রেসক্রিপশন?

উ: অডিট যেটা প্রেসক্রিপশন অডিট

প্র: হ্যা হ্যা অডিট

উ: ঠিকআছে, অডিট তো আমাদের পাঁচ বছর পরে একবার করে হয়।

প্র: হ্যা

উ: ঠিকআছে এটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক মানে ডেকোরিয়াম বা আপনার এটার মানে অবকাঠামোর অডিট হয় এবং হিসাবপত্রেরও অডিট হয়, কিন্তু এটার অডিটটা একমাস পরপর হয়। [৬০:০০ মিনিট]

প্র: আচ্ছা আপনার মানে প্রেসক্রিপশনের

উ: আমি যদি এখানে ভুল..

প্র: অডিট হয় হচ্ছে একমাস পরপর?

উ: হ্যা একমাস পরপর, এখানে যদি আমি ভুল ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি, তাহলে আমার চাকরি থাকবে না।

প্র: হুম, আচ্ছা। সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা প্রেসক্রিপশনের এই ইয়া অডিট হয় আরকি, আর এই সেটা হচ্ছে আপনাদের অর্গানাইজেশনের হয়ে হয় আরকি।

উ: হয়ে হয়।

প্র: আচ্ছা এরকম কি কোন সরকারি কোন নীতিমালা আছে?

উ: সরকারি নীতিমালা

প্র: সরকারের যে নীতিমাল মানে

উ: এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কোন নীতিমালা আরকি।

প্র: হ্যা, তা তো অবশ্যই আছে।

উ: আছে।

প্র: আচ্ছা এটা সম্পর্কে আর একটুখানি জানতে চাচ্ছি।

উ: এন্টিবায়োটিক নীতিমালা বলতে আমাদের তো মানে এমবিবিএস সহ আমাদের যারা ডিএম ডাক্তার, সবগুলোতে নীতিমালাতে আছে যে আমরা পয়তাল্লিশটা ড্রাগ ইউস করতে পারবো।

প্র: আচ্ছা

উ: পয়তাল্লিশটা

প্র: হ্যা

উ: কিন্তু সেটাকে আমরা এক্সিড করে মানে উপরে গেছি ঠিকআছে।

প্র: আচ্ছা

উ: পয়তাল্লিশটা ড্রাগ ইউস করার কথা বলা আছে।

প্র: সেটা কি এমবিবিএস?

উ: এমবিবিএস লেভেল এবং আমাদের লেভেল

প্র: আচ্ছা

উ: ওরা বলে যে আমাদের নাই, আমাদের আরো কম।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: কিন্তু দুইজনের সমান।

প্র: সমান।

উ: জ্বী সমান।

প্র: আচ্ছা তাহলে আপনি বলতেছেন আপনারা এইটা এক্সিট করেন আরো বেশি ইয়া করে।

উ: হ্যা করি, করতে হয় অনেক সময়।

প্র: করতে হয়, এখন মোটামুটি কতগুলো এন্টিবায়োটিক আপনারা ইউস করেন?

উ: আমাদের এখানে এন্টিবায়োটিক আমরা রাখি হলো, ঐযে বললাম এমোক্সিসিলিন

প্র: হ্যা বলছেন

উ: এমোক্সিসিলিন, যেটা পেনিসিলিন গ্রুপের, তারপরে হচ্ছে আপনার ম্যাক্রোলাইট গ্রুপের, তারপরে হচ্ছে আপনার হলো সেফালোস্পিরিন গ্রুপের এইগুলা, এই তিনটা এই তিনটা ব্যাসিক্যালি আমাদের স্টোরে এখনো স্টোর করা আছে।

প্র: হ্যা, তো আপনার কি মনেহয় এই যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য কোন নীতিমালা, নৈতিক নীতিমালার প্রয়োজন আছে?

উ: হ্যা নৈতিক নীতিমালা তো অবশ্যই, এটা একমাত্র নৈতিক নীতিমালা দিয়েই বন্ধ করা যেতে পারে।

প্র: আচ্ছা

উ: মানে এই যে ব্লাইন্ডলি একটা এন্টিবায়োটিক ইউস করা, এটা নৈতিক নীতিমালা যদি কারো যদি নৈতিক দিকটা বলিষ্ঠ থাকে, তাহলে সে লিখতে পারবে না।

প্র: আচ্ছা।

উ: এবং আরো কিছু আছে সেটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রুগীদের মানে হেলথ সম্পর্কে একটু তাদের জ্ঞানটাকে বৃদ্ধি করা।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে, এগুলিই।

প্র: তো এভাবে আপনি অবশ্য একটু আগেও বলছিলেন যে আপনাদের নওগা জেলায় যেটা হয়, যে কিছু আছে যে এন্টিবায়োটিক অযৌক্তিক ভাবে ব্যবহার করতেছে, আরকি

উ: হ্যা

প্র: তো এইরকম কি আপনার মনেহয় যে ঐটা নওগা জেলায়, এবং পুরা বাংলাদেশের চিত্র কিরকম হইতে পারে?

উ: হতে পারে, হতে পারে, নওগা জেলার আমার দেখা বলে আমি বলতেছি, অন্যদিকেও হতে পারে।

প্র: হ্যা সেটাই। হইতে পারে যে অযৌক্তিক ভাবে এন্টিবায়োক ব্যবহার করতেছে, এটা কেন করে মেইনলি তারা?

উ: আপননি বললে বিশ্বাস করবেন না, যে..যে বাচ্চাদের ডায়রিয়া এই ডায়রিয়াতে আমি কয়দিন আগে একটা মানে বাড়িতে গেলাম, আমরা কিন্তু আবার ফিল্ডেও ভিজিট করি।

প্র: ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যা হ্যা

উ: আমরাও সপ্তাহে ফিল্ড ভিজিট করি

প্র: আচ্ছা

উ: তারা কেমন আছে, তারা কি অবস্থা, আসলে আমাদের এটা মানে মূলত আপনি হয়ত ডেকোরিয়াম আমাদের যে ভিজিটের সিস্টেম, সবগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন আমাদের সেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান।

প্র: হ্যা

উ; ঠিকআছে, এখানে আমরা ফিল্ডে যাই দেখি কি অবস্থা, তো আমি দেখলাম একটা মানে মহিলা যাওয়ার সময় বললো, আমি একটা জাগায় যাচ্ছিলাম যাওয়ার সময় বললো যে আমার একটা বাচ্চার ডায়রিয়া হইছে। তা আমি যাওয়ার সময় বলে গেলাম যে বুকের দুধ খাওয়ান, বয়স কত? বুকের দুধ..বুকের দুধ খাওয়ান আমি আসতেছি, দেখবোনে।

প্র: হ্যা

উ: আসতে আসতে দেখতেছি ওর বাবা একটা ওষুধ নিয়ে আসছে

প্র: আচ্ছা

উ: সেটা হচ্ছে মেট্রোনিডাজল গ্রুপের

প্র: ও হ্যা হ্যা

উ: কিন্তু সেটা তো ডায়রিয়া বাচ্চাদের সবগুলো তো রোটাভাইরাস দ্বারা হয়, ভাইরাসের কোন চিকিৎসা আছে?

প্র: সেই।

উ: ভাইরাস আমরা যখন পড়ছি তখন বলছে স্যাররা, যে ভাইরাসের ওষুধ খাইলে সাতদিন না খাইলে এক সপ্তা।

প্র: হ্যা হ্যা এটা আমরাও জানি আরকি হ্যা।

উ: ঠিকআছে, এ কথা মানে স্যাররা বলছে এবং আমরা সেটা, আমরা এখনো জানি, যে ভাইরাসের কোন ইয়া নাই। ঠিকআছে এটা থাকবেই।

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: কিছুদিন থাকবে আবার ডিজএ্যাপিয়ার হয়ে যাবে। তো রোটা ভাইরাস দ্বারা বাচ্চাদের হয়। তাহলে আমি তাহলে সেখানে এন্টি এমিবিক ড্রাগ ইউস করবো কেন?

প্র: হ্যা হ্যা

উ: বা এন্টিবায়োটিক ইউস করবো কেন? তাকে হয়ত এটা তো তার অর্থিক মানে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেই, এবং সে বাচ্চারও কিন্তু সেখানে..সেখানে কিন্তু বাচ্চার আমি দেখছি যে বাচ্চাদের ঐ বয়সের বাচ্চাদের সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন ইউস করা হয়। কিন্তু আমাদের সিপ্রোফ্লক্সাসিলিনের এক নম্বর সাইড ইফেক্ট, আমরা পড়ে আসছি যে তারা গ্রোয়িং কার্টিলেজ কে ড্যামেজ করে দেয়।

প্র: আচ্ছা

উ: সিপ্রোফ্লক্সাসিনটা গ্রোয়িং কার্টিলেজ, মানে আমাদের যে এই যে হাড় এই হাড়ের যে রিস্ট জয়েন্ট, রিস্ট জয়েন্ট যেখানে আমাদের আর্টিকুলার সার্ফেস আছে, এগুলা কিন্তু বাচ্চাদের আস্তে আস্তে বাড়ার জন্য কিছুটা প্রবৃদ্ধি মানে হওয়ার মতো একটা স্পেস আছে, ঠিকআছে বা একটা ওদের মানে মানে অবকাঠামোটা এই এই জাগাও ওখানটাতে বৃদ্ধি হবে আস্তে আস্তে, কিন্তু ঐ সিপ্রোক্লক্সাসিন খাইলে দেখা যাচ্ছে ঐ বৃদ্ধি হওয়াটা বন্ধ করে দিবে।

প্র: আচ্ছা

উ: এতবড় একটা মানে ইয়া

প্র: তারপরেও ঐটাও দিচ্ছে বাচ্চাদের

উ: হ্যা হুমকি। মানে আমাদের দেশে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই যে মানে খাটো খাটো মানুষ, দেখতেছি যেই জনগোষ্ঠিতে, দেখবেন আপনি রিসার্চ করে যে সেখানে সিপ্রোফ্লক্সাসিন বেশি ইউস হয়।

প্র: আচ্ছা

উ: হ্যা, অনেক ডাক্তার বলে যারা আরএমপি ডাক্তার এরা বলে কি যে একবার দিলে কিছু হবেনা। হ্যা ঠিকআছে একবার দিলে কিছু হবেনা। কিন্তু বারবার যখন ইউস করবে, আপনি যখন ইউস করলেন আপনি ইউস করলেন সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন, কিন্তু আপনি দিয়ে ভাল করে দিলেন, আপনি মনেকরলেন যে আমি ছাড়া আর কেউ সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন দিবেনা। কিন্তু ঐ বাচ্চাকি আর কখনো অসুস্থ হবে না?

প্র: হবেই তো

উ: বা সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন কেউ দিবে না? এটা কি আপনি গ্যারান্টি দিতে পারবেন? পারবে না

প্র: সেটাই।

উ: যখন আবার সে ইউস করবে সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন, তখন তার গ্রোয়িং ক্যাটালিস্ট ড্যামেজ হয়ে যাবে।

প্র: হ্যা

উ: ঠিকআছে তখন আমি দেখলাম আসার সময় দেখালাম যে মেট্রোনিডাজল, অর্থাৎ এন্টিএমিবিক ড্রাগ সে ইউস করে ফেলছে, কিন্তু

প্র: অলরেডি দিয়ে ফেলছে

উ: কিন্তু কিছুই করার নাই ওটা কিন্তু মানে দরকারই না করার।

প্র: আচ্ছা হ্যা

উ: বরংচ ওটা দিলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন ডায়রিয়াটা যদি আমি ভাইরাস দ্বারা যেহেতু হচ্ছে সেখানে যদি আমি বন্ধ করে দিই ডায়রিয়াটা।

প্র: হুম হুম।

উ: ঠিকআছে তাহলে ইনফেকশনটা, ভাইরাসটা তার শরীরে থেকে গেলো, ইনটেস্টেটাইনের লুমেনে লুমেনে থেকে গেল

প্র: হুম হুম।

উ: তাতে কি হবে তখন দেখা যাচ্ছে যে বের হতে পারছে না, তার দেখা যাচ্ছে রেক্টাস সিগমেন্টাল রেক্টাসে রেক্টমের দিকে আইসা দেখা যাচ্ছে যে স্টুলগুলাকে জমা করায় দিয়ে, দেখা যাচ্ছে পানিটাকে বেশি এবজর্ব করায় লুমেন দিয়ে অন্য জাগায় পাঠায় দিলো।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে, কিন্তু..কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ঐ জাগাতে স্টুল মানে জমা হয়ে গেল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অন্য যে ইনটেস্টাইন যেগুলো আছে, আরো অনেক যেগুলা পার্ট আছে, এই পার্টগুলাতে সেভাবে হলো না। তখন সেই ফ্লোটা আইসা ওখানে চাপ দিবে, চাপ দেওয়ার কারণে পেট ফুলে, অনেক রোগী কিন্তু এভাবে আসে যে ডায়রিয়া হইছিলো, হওয়ার পর মেট্রোনিডাজল খাওয়াইছে, খাওয়ানোর পর থেকে আস্তে আস্তে পেট ফুলে যাচ্ছে। এধরনের কিন্তু আমরা রোগী দেখছি

প্র: আচ্ছা হ্যা হ্যা

উ: সেক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করার থাকেনা তখন আর

প্র: আচ্ছা

উ: তখন আমরা তাকে বলি যে সংগে সংগে ওটা স্টপ করে দেন, এবং বাচ্চাকে হোক আর যে মানুষের হোক তরল খাবার খাওয়াইতে হবে বেশি বেশি, ঠিকআছে, আস্তে আস্তে এটা শরীরে ইয়ে হয়ে যাবে।

প্র: আচ্ছা, তাহলে এরকম মানে প্রেসক্রিপশন যারা করে আরকি নিজের অর্থিক লাভের চেয়ে কি, ঐটাকে বেশি দেখে নাকি রোগীর সেবাটাকে বেশি দেখে দেয়।

উ: যারা যারা এভাবে দেয়, যারা ব্লাইন্ডলি দেয় তারা তো আর্থিক ইয়েটাকেই বেশি দেখে।

প্র: আচ্ছা

উ: যাতে আর্থিক ভাবে তারা লাভবান হচ্ছে, এটাকে তারা মূখ্য হিসেবে তারা নেয়। যদি এটা চিন্তা করতো যে রোগীটাকে আমি কেন দিলাম, তার তো টাইফয়েড নাও হতে পারে। তার তো ইউটিআই হতে পারে ইউটিআই তো আর এজিথ্রোমাইসিন মানে ড্রাগ অথোরাইজ না, ইউটিআই মানে এজিথ্রোমাইসিনও কিন্তু ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক কিন্তু আমাদের মানে কিছু কিছু ক্যারিয়ার আছে, আমাদের বডির..আপার স্টেমিটিল লোয়ার স্টেমিটিলি, ইন্টার এ্যাবডোমিনাল দেখা যাচ্ছে চেস্ট এগুলাকে ভাগ করা অনেকগুলো। আপার স্পেকট্রাম বলতেছে যে আপনার হলো ট্রাকিয়া থেকে উপরে, এটাকে আমরা আপার রেসিপিটরি ট্র্যাক ইনফেকশন বলে থাকি, বলতেছি। আর নিচে হচ্ছে ট্রাকিয়া থেকে নিচের দিকে হচ্ছে লোয়ার রেসিপিটরি ট্র্যাক ইনফেকশন। তো আমরা যেটা দেখি যে এজিথ্রোমাইসিন কাজ করে আপার রেসিপিটরি ট্র্যাক ইনফেকশনে।

প্র: হুম হুম।

উ: কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে যে ইউটিআই আমরা বলি তাহলে ঐটা তো কিডনী সিস্টেমে চলে গেল।

প্র: আচ্ছা

উ: ইউরোলজি, ইউরোলজির দিকে চলে গেল। তো এইখানে কিন্তু আবার এজিথ্রোমাইসিন ভাল রেসপন্স করেনা।

প্র: হুম কিন্তু ঐখানেও দিচ্ছে ওখানে।

উ: হুম ওখানেও দিচ্ছে।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠিকআছে

প্র: হ্যা, তাহলে এই যে ইয়া মানে ভোক্তার

উ: একটু দেখে আসি

প্র: একটু ইয়া করতে চাইছিলাম, ভোক্তার অধিকার বলে একটা ইয়ে আছে এইটার সম্পর্কে আপনি জানেন কিনা?

উ: ভোক্তার অধিকার?

প্র: হ্যা

উ: অবশ্যই

প্র: হ্যা এইটা কি?

উ: এটা ভোক্তার অধিকার, দেখা যাচ্ছে যে একটা রোগ তার হইলো, আমাদের এই যে রোগ..রোগটা কিন্তু আমাদের একটা মানে সাধারণ মানুষের কিন্তু কয়েকটা মৌলিক চাহিদা আছে, তারমধ্যে একটা হলো এই চিকিৎসা।

প্র: হ্যা

উ: ঠিকআছে, সেক্ষেত্রে সুচিকিৎসা পাওয়াটা তার ভোক্তা অধিকার।

প্র: এইক্ষেত্রে আরকি হ্যা

উ: কিন্তু সু চিকিৎসার কথা বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে এখন মানুষ পাচ্ছে না, পাচ্ছে না তাদের কিছু ভুলের কারণে এবং কিছু যারা সুবিধা মানে ভোগী মানে নিজের সুবিধা বা নিজের আর্থিক লাভবান হওয়ার কারণ দ্বারা এই যে কাজগুলা করতেছে, তারা তাদের কারণে তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন আমি দেখছি যে দেখা যাচ্ছে একটা রোগী এসে বললো যে ফার্মেসিতে এরকম ব্যাপার আমার একটা অসুখ হইছে। আর রোগীরা কিন্তু ব্যাসিক্যালি মনেকরে যে আমি যে ফার্মেসিতে বসে আছে, তারা যেহেতু ওষুধ নিয়ে ইয়ে করে আছে, ওদেরকে কিন্তু আবার ডাক্তারও বলে।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: ঠিকআছে, ডাক্তার সাহেব পরামর্শ দেন কি করলে ভাল হবে?

প্র: হুম হুম

উ: আমার তো প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া হচ্ছে, অনেক জ্বালাপোড়া কি করলে ভাল হবে?

প্র: হ্যা

উ: তখন ও আবার করে কি যখন অর দিকে হিসাব দিলো, দায়িত্ব দিলো যে কি করলে ভাল হবে? তখন কিন্তু ও কিন্তু একটা মানে ইয়ে নিয়ে নিলো, ঠিকআছে ও বললো যে ওর ওখানে যাবেন আপনি যাইয়া তো মানে দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষায় কত টাকা খরচ করাবে। ঠিকআছে

প্র: হ্যা

উ: আর আপনি ঐ টাকা দিয়ে আপনি এখানে বসে থেকে আমি দিব যেটা এটা খাইলে আপনি ভাল হয়ে যাবেন।

প্র: আচ্ছা হ্যা

উ: ঠিকআছে, যেটা আমরা আন কমপ্লিকেটেড ইউডিআই, বলি যেটা এটা কমপ্লিকেটেড নাও হতে পারে। তো সেটা তো ভাল হয়েই যাবে মনেকরেন, হয়ে গেল তারা তো অনেকদিন থেকে এই ওষুধপত্রের সাথে জড়িত। এবং তারা দেখা যাচ্ছে ঐযে ওষুধের ভিতরে লিফলেট থাকে, সেটাও পড়ে কিন্তু তারা।

প্র: আচ্ছা

উ: পড়ে, পড়ে কিন্তু সেখান থেকে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে।

প্র: হ্যা

উ: এটা কোনদিকে ব্যবহার করা যাবে কি হবে।

প্র: হুম হুম

উ: যদিও তাদের মাথাতে থাকেনা, তারপরেও চেষ্টা করে এরা, ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য। এভাবে তারা বিভিন্নভাবে এই সুচিকিৎসা থেকে তারা

প্র: বঞ্চিত

উ: বঞ্চিত হচ্ছে এবং নিজের কিছু ভুলের কারণে, ঐ জাগায় যাইয়া জিজ্ঞেস করবে কেন?

প্র: আচ্ছা হ্যা

উ: ও তো একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে, যে আমার এই সমস্যা হইছে এই সমস্যার থেকে আমি কিভাবে উদ্ধার পেতে পারি, তাতে দেখা যাচ্ছে আমার আর্থিক কত টাকা লাগতে পারে। সবকিছু বলতে পারে। আবার দেখা যাচ্ছে সব প্রতিষ্ঠান তো দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যার কারণে এখানে টাকা লাগতেছে।

প্র: হ্যা

উ: কিন্তু এমন প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে টাকা লাগতেছেনা। আমি যেমন আজকে একটা রোগী আসছিল যে তার হিস্ট্রিতে দেখলাম আমি, আমি আগে প্রেসক্রিপশনে হাত দেওয়ার আগে রোগীর থেকে শুনি, রোগীর থেকে আমি শুনি যে আসলে আপনার কি হইছে? তো বলতেছে আমার কয়েকদিন থেকে কাশির সংগে রক্ত আসতেছে। ঠিকআছে

প্র: হুম

উ: তখন আমি হিস্ট্রি নিতে বললাম যে কখনো কি আপনার লাংসে টিবি হইছিল? বা যক্ষা হয়েছিল? তো বলছে হ্যা হইছিলো ঠিকআছে

প্র: হ্যা হ্যা।

উ: তখন আমি বললাম আসলে বাবা এখানে তো হবেনা, এবং এখানে করতে গেলে খরচ করতে হবে, আমরা চিকিৎসা করব..মানে আমরা আগে দেখব আপনারে এক্সরে করতে দিবো, রক্ত পরীক্ষা করতে দিবো, কাশি পরীক্ষা করতে দিবো, দিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেক খরচ আপনার হয়ে যাবে। এবং আমি দেখতেছি তাদের, তাদের যে মানে তার পোষাক আশাক যেটা, তা দেখে আমরা বুঝে নিই যে কেমন ফ্যামিলি থেকে আসছে। আমরা সাধারণত ডাক্তারের কাছে গেলে ভাল পোষাক পরে যাওয়ার চেষ্টা করি। সবাই তো তাই

প্র: হ্যা সবাই তো তাই

উ: কিন্তু সে ঐ অবস্থাতেই খারাপ পোষাক পরে আসছে।

প্র: হুম হুম

উ: তাইলে বুঝতে হবে তার ইকোনোমিক্যাল স্ট্যাটাসটা, যে তার কেমন। তখন আমি বললাম আমার এখানে আমি চিন্তা করলাম যে, আমি কিন্তু পারতাম তাকে এখানে ধরে রাখতে, আমি কিন্তু তাকে টেষ্ট করাইতে পারতাম, তারপরে এক্সরে করাইতে পারতাম, আমি কিন্তু তার এগুলো করতে পারতাম, আমার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে।

প্র: হুম হুম।

উ: সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাকে, আমার হেড অফিস থেকে বলতো বা ভালই তো, পারফরম্যান্স ভাল হ্যঅ

প্র: হ্যা

উ: কিন্তু আমি দেখলাম এরকম রোগীর স্ট্যাটাস, মানে হ্যাম্পারড হবে।

প্র: হুম হুম

উ: এখানে যদি চিকিৎসা করতে যাই। হ্যা, যদিও আমাদের এখানে খরচ কম, আমার যে আমার ঐযে ল্যাব টেকনোলজিস্ট যে সেও ছিল, কিন্তু সেও দেখল যে না যেটা আমি বলতেছি তার সংগে সে সহমত। যে এখানে চিকিৎসা করলে তার কিছু মানে আর্থিক ইয়াটা হবে, যেটা সে মানে বেয়ার করতে পারবে না। তখন আমি বললাম যে কুমুদিনি মেডিকেল হসপিটাল আছে, ভাল হসপিটাল সরকারি সব খরচপত্র

প্র: হুম হুম

উ: আমি তাকে সুন্দর করে একটা সাদা কাগজে লিখে দিলাম যে রেফার্ড করে দিলাম

প্র: রেফার

উ: সে রোগীটা খুশিও হলো সে আমি..বিশেষ করে সে যাবেও

প্র: না কমপ্লিকেশন বেশি থাকলে তো যাওয়ারই কথা ঐ রোগীর। আচ্ছা তো আপনার কি মনেহয় এই যে ড্রাগ, বিভিন্ন ড্রাগ কোম্পানিগুলো আছে, এরা কি কোনভাবে প্রভাবিত করে রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে?

উ: ড্রাগ কোম্পানী? ড্রাগ কোম্পানী রোগীকে কিভাবে প্রভাবিত করবে?

প্র: আচ্ছা এটা ইয়ে

উ: তাদেরকে কিভাবে করবে? তারা প্রভাবিত করতে পারে ঐ ফার্মাসিস্টদের। ফার্মাসিস্ট বললে বলতে ভুল হচ্ছে যারা ফার্মেসিতে যারা মানে ফার্মেসি ব্যবসার সাথে যারা জড়িত।

প্র: হ্যা

উ: ফার্মাসিস্ট যাদেরকে আমরা বলবো, তারা হচ্ছে ফার্মেসি সম্পর্কে বা ফার্মাকোলজি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আছে।

প্র: হ্যা

উ: তাদের তো ফার্মাকোলজি সম্পর্কে জ্ঞান নাই।

প্র: না।

উ: এখন কিন্তু সরকার সিস্টেম করছে যারা ওষুধের দোকান করবে, তারা অবশ্যই ফার্মেসি কোর্স বা ফার্মাসিস্টের কোর্স গুলো করতে হবে এবং সেখান থেকে লাইসেন্স নিয়ে আসতে হবে, রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমার মনেহয় না আমার এখান থেকে কেউ করছে।

প্র: আচ্ছা

উ: কেউ করেনাই সম্ভবত

প্র: আচ্ছাম তাহলে এই যে এন্টিবায়োটিক নেওয়ার ক্ষেত্রে লোকজন কোথায় যেতে বেশি পছন্দ করে আরকি, কি সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেতে বেশি পছন্দ করে, না বেসরকারি গুলোতে? বেসরকারি গুলোতে বলতে ধরেন ড্রাগশপ বা আপনাদের এখানে এইটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোথায় এন্টিবায়োটিক কিনার জন্য যায়? বেশি

উ: কেনার জন্য তারা যে কোন মানে, কেনার জন্য দেখা যাচ্ছে যে যদি সরকারি প্রতিষ্ঠানে তাদের মানে বিনামূল্যে দেয়, তাহলে সেখানে যায় কিন্তু যদি কিনতে হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ফার্মেসিতেই যায়, আমাদের এখানে আসেনা কারণ আমাদের এখানে বাকী দেওয়া হয় না।

প্র: আচ্ছা

উ: আর যারা গ্রামের মানুষ তারা একটু বাকী নেওয়ার টেন্ডেন্সি আছে, এবং নিতে হয় তাদেরকে, কারণ একটা এন্টিবায়োটিকের দাম কত

প্র: হ্যা অনেক বেশি।

উ: একসাথে তো এত টাকা দেওয়া সম্ভব না। সেক্ষেত্রে তারা কিছুটা মানে বাধ্য হয়ে কিন্তু যায়

প্র: আচ্ছা

উ: আপনি চিন্তা করে দেখেন, যে একটা এন্টিবায়োটিক পয়ত্রিশ টাকা করে, তার সবগুলা এন্টিবায়োটিক নিলে দুইশ পয়তাল্লিশ টাকা লাগবে।

প্র: হ্যা

উ: ঠিকআছে, এক সংগে সে দিতে পারবে না, তার সংগে তো আরো অন্য সুযোগ সুবিধা আছে, এন্টিপাইরোটিক আছে, এই যেমন এই যে নাপা টাপা এগুলো প্যারাসিটামল যেটা, তারপর একটা এন্টিবায়োটিক দিলে আমরা সাপোর্টিভ হিসেবে শুনে নিই যে আপনার কি আগের থেকে গ্যাসের প্রবলেম আছে?

প্র: হুম হুম।

উ: বা এ ধরনের সমস্যা আছে? সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দিলে তাদের গ্যাসট্রিক মানে ইরিটেটিশন টা বেশি হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে সমস্যা হয় ঐটা, ড্রাগটা খেতে পারেনা, তখন আমরা তাকে একটা গ্যাসের ওষুধ বা এন্টিআলসারেন্ট আমরা দিয়ে থাকি।

প্র: হুম, তাহলে এরকম অনেকগুলো ওষুধ হয়ে যায় তাহলে

উ: আনুসাংগিক আছে, হয়ে যায় অটোমেটিক, হ্যা

প্র: হ্যা

উ: তো তখন এই ওষুধগুলো কিন্তু নিতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে ঝামেলা হয়ে যায়, একসংগে তো বিয়ার করতে পারছে না, তখন তারা ঐযে ঐভাবে বাকী সিস্টেমে নেয় ঠিকআছে। এবং কিছুটা বাধ্য হয়েই ওখান থেকে বাকী নেয় এবং দেখা যাচ্ছে যে ওখানে যদি দুইটাকা যদি দাম বেশিও ধরে, তাও কিছু ওরা বলার মানে ইয়া নাই।

প্র: হ্যা হ্যা আর আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো, এন্টিবায়োটিক যখন লিখা হয় প্রেসক্রিপশনে আরো কিভাবে লিখলে পরামর্শগুলো কিভাবে লিখলে ওরা সঠিক নিয়মে খাবে আরকি, মানে প্রেসক্রিপশনের মধ্যে কি লিখা যায়? যাতে ওরা সঠিকভাবে

উ: প্রেসক্রিপশনের মধ্যে আর কি লেখা যায়?

প্র: হ্যা এখন তো যেমন আপনারা লিখেন ওষুধের নাম সাতদিন

উ: হ্যা

প্র: আর কিভাবে লিখলে ওরা ঐটাকে আরো গুরুত্ব দিবে আরকি, মানে ঠিকভাবে যেন খায়, আপনার পরামর্শ আপনার দেখে অভিজ্ঞতা থেকে

উ: কিভাবে লিখলে

প্র: হ্যা

উ: ওখানে বাংলায় যদি আমর লিখতে পারি যে যেটা হচ্ছে যে, এই ওষুধটা বিশেষ ভাবে, এই রোগের জন্য বিশেষ ওষুধ এই ওষুধটা আপনি যে যতদিন ডোজ দেওয়া আছে সেই ডোজটা অনুযায়ী খাবেন। যেটা লিখতে গেলে অনেক সময়ের ব্যাপার

প্র: হ্যা

উ: এবং দেখা যাচ্ছে যে যখন..দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা রোগী দেখতেছি আর কোন রোগী নাই।

প্র: হ্যা

উ: সেক্ষেত্রে আমি ওটাকে পারি লিখতে, ইচ্ছা করে লিখে দিলাম কিন্তু যখন সিরিয়ালে আরো অনেক রোগী থাকে, তখন ওটা লেখা অনেকটা টাফ হয়ে যায়।

প্র: আচ্ছা হ্যা, এইটা একটা ইয়ে হয় আচ্ছা, তা আপনাদের এখানে যেহেতু ইয়েও আছে কি বলে ড্রাগশপও আছে আবার আপনি প্রাকটিসও করতেছেন এখানে, সম্ভবত আপনি কি এখানে অপারেশন বা এরকম কিছু কি হয়?

উ: না আমাদের এখানে অপারেশন হয় না।

প্র: আচ্ছা তো

উ: অপারেশনের জন্য তো জানেন সার্জারি..ভাল সার্জন লাগে।

প্র: হ্যা

উ: আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি একটা যেগুলা আরটিআর মানে আরটিএ বা রোড ট্রাফিক এ্যাকসিডেন্ট, বা দেখা যাচ্ছে যে এ্যাকসিডেন্টাল ইনজুরি বা যে কোন কাট ইনজুরি বা শার্প কোন ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে কেটে গেছে, এ ধরনের দেখা যাচ্ছে দুই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি এই সেলাইগুলো আমরা দিয়ে থাকি।

প্র: আচ্ছা

উ: এর বাইরে আমরা বড় ধরনের কোন অপারেশন হয় না, তবে বিশেষজ্ঞ ক্যাম্প করে অপারেশন হয়, যেমন চোখের লেন্স পরানো হয়, তারপরে হচ্ছে ছানি অপারেশন করানো হয়, তারপর হচ্ছে যে এ ধরনের অপারেশনগুলো করানো

প্র: বিশেষ ক্যাম্পেইন করে আরকি।

উ: তবে, তবে সেটা বিশেষ ক্যাম্প এবং বিশেষ ভাবে ডাক্তার নিয়ে আসা হয় ঢাকা থেকে। তারপর দেখা যাচ্ছে যে সেটার অবকাঠামো ঠিক থাকতে হবে, এরকম ঘরে তো হবেই না।

প্র: হ্যা

উ: আজগারা তে আমাদের একটা, আমাদের অনুরূপ একটা মানে আমাদের একটা শাখা আছে আজগারা তে, ঐটা বিল্ডিং ঘর এবং অপারেশন থিয়েটার ওদের ওখানে আছে এবং আপনি গেলে হয়ত বা দেখতে পাবেন, অনেক ফিটফাট মানে অপারেশন থিয়েটার যেরকম হয়।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: সেরকমই একবারে ঠিকআছে

প্র: তো আমি জানতে চাচ্ছি ধরেন এইখানে এক্সপেয়ার ডেট ওষুধ থাকবে

উ: এক্সপায়ার ডেট

প্র: যেগুলো এক্সপায়ার ডেট

উ: এক্সপায়ার ডেট তো এখানে রাখাই যাবেনা

প্র: বা ড্যামেজ ওষুধ যেগুলো থাকে এগুলো আপনারা কি করেন?

উ: যেটা আমাদের সিস্টেম বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা ওষুধ, আমাদের হেড অফিস থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে যে ওষুধটা আমাদের ওখানে এন্ট্রি করছে বা পাঠাচ্ছে এখানে।

প্র: হ্যা

উ: সেটা ওখানে এন্ট্রি করা থাকে এবং ওটা প্রত্যেক মাসে চেক করা হয় ওরাই চেক করে।

প্র: হ্যা হ্যা

উ: আমরা তো চেক করিই, করি ওরা আবার চেক করে কম্পিউটরে, সেটা যে ওষুধটা দেখা যাচ্ছে যে সেপ্টেম্বরে যেটা পাঠানো হইছে ওটা চেক করে দেখে যে তার ডেটের কি অবস্থা। ওখানে এক্সপায়ার ডেট উৎপন্ন হওয়ার তারিখ সবকিছুই কিন্তু লেখা আছে

প্র: আচ্ছা

উ: ওখানে ডাটা এন্ট্রি করা আছে তো ওটা দেখে তারা বলে দেয় আমাদেরকে, রেড সিগন্যাল দিয়ে একটা কাগজ পাঠায় দেয় যে এই ওষুধ টা আপনার এখানে এক্সপায়ার ডেট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই ওষুধটা এক্সপায়ার ডেট হওয়ার সম্ভবনা আছে তাহলে হয়তবা সেগুলো আপনাদের লিখে বিক্রি করে ফেলে দিতে হবে। আর অথবা দেখা যাচ্ছে যে অন্যকোন মানে হেলথ সেন্টারে সেটা ট্রান্সফার করে দিতে হবে যেখানে চাহিদা আছে, অথবা দেখা যাচ্ছে আমাদের হেড অফিসে মানে ব্যাক করে দিতে হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: সে ডেট ডেট শেষ হওয়ার আগেই

প্র: শেষ হওয়ার আগে

উ: যদি ডেট শেষ হয়ে যায় আপনাদের থাকা অবস্থায়, তো আপনারা ওভারলুক করছেন, তাহলে সেটা আপনাদের দন্ডি দিতে হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: যেহেতু এটা বেরসকারি প্রতিষ্ঠান

প্র: যদি বাইচান্স এরকম হলো যে এটা তো না হয় ডেট ওভার হওয়ার আগেই আপনারা পাঠায় দিচ্ছেন, ধরেন পাঠায় দিলেন মানে

উ: হুম হুম

প্র: আপনাদের অর্গানাইজেশনকে

উ: হুম

প্র: তো ভুলক্রমে আপনাদের এখানে থেকে গেল, তখন আপনারা সেই ওষুধটাকে কিভাবে ইয়ে করেন, ডিসপোজাল সিস্টেমটা জানতে চাচ্ছি আরকি

উ: ডিসপোজাল সিস্টেম

প্র: হ্যা

উ: ডিসপোজাল সিস্টেম আমি আসলে এখানে নতুন

প্র: ধরেন ড্যামেজও হয়ে গেল এটা না হয় এক্সপিয়ার ডেট ইয়া [৮০:১৩ মিনিট]

উ: আমি একেবারেই নতুন এখানে

প্র: হ্যা হ্যা

উ: ডিসপোজাল সিস্টেম আমি দেখতেছিনা কিছু আছে, এখানে যেটা আমাদের সিরিঞ্জ এর যেগুলো ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, এই সিরিঞ্জগুলা ডিসপোজাল সিস্টেম আছে একটা মানে ইয়েতে করে আমরা রেখে দিই, রেখে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলা হয়ে গেলে একটা বড় গভীর গর্ত করে সেখানে আমরা পুতে দেই।

প্র: আচ্ছা মানে সিরিঞ্জের ক্ষেত্রে আরকি

উ: ঠিকআছে, অনেক

প্র: কিন্তু ওষুধের ক্ষেত্রে বলতে

উ: আমি এখন পর্যন্ত ডিসপোজাল ওষুধগুলা দেখিনাই।

প্র: হ্যা

উ: আমার তো বুঝতেই পারছেন আমার এখানে জয়েন করার কয়েকদিন হচ্ছে।

প্র: হ্যা, কিন্তু আপনাদের সিস্টেমে আছে হচ্ছে কিভাবে ইয়ে করতে হবে।

উ: হ্যা

প্র: আচ্ছা

উ: আসলে ঐ সিস্টেমটা কি যে আমাদের এক্সপায়ার ডেট হয়ই না।

প্র: আচ্ছা হ্যা

উ: কারণ হলেই তো আমাদের লস।

প্র: আগেই তো রেড সিগন্যাল দিয়ে দেয় যে ইয়া

উ: হ্যা রেড সিগন্যাল দিয়ে দিচ্ছে হ্যা এগুলা, যে গতমাস সপ্তায় পাঠাইছে একটা যে অমুকগুলা আপনাদের মানে কাছাকাছি চলে আসছে, এখনো এক্সপায়ার ডেট হয়নি কাছাকাছি চলে আসছে, এগুলো আপনারা বিক্রি করে দেন আর না হলে যে সেন্টারে চাহিদা আছে এগুলো ওষুধের চলে বেশি ভাল, সেগুলা ট্রান্সফার করে দেন, আর না হলে সেটা সম্ভব না হলে আমাদের হেড অফিসে পাঠায় দেন।

প্র: তো হেড অফিসে পাঠায় দিলে ওরা কি করে?

উ: হেড অফিসে পাঠায় দিলে ওরা আবার কোম্পানির সাথে চেঞ্জ করে এক্সচেঞ্জ করে

প্র: ও আচ্ছা আচ্ছা, কোম্পানির সাথে এক্সচেঞ্জ কোম্পানি আসলে এই ওষুধগুলোকে কি করে এক্সপায়ার ওষুধগুলোকে?

উ: আমরা এটা আমি এটা বলতে পারবো না

প্র: আচ্ছা তাহলে আপনাদের যে ইয়ে, যে ওষুধগুলো পাচ্ছেন আরকি আপনারা এখানে যে এন্টিবায়োটিক ওষুধগুলো পাচ্ছেন সেগুলো সব কোম্পানি ইয়ের মাধ্যমেই আসে, অর্গানাইজেশনই সিলেক্ট করে দেয় এই কয়টা ওষুধ।

উ: চাহিদা আমরা দেই, চাহিদা আমরা দেই মনেকরেন যে তার ওষুধের কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ আমাদের কাছে আসলো, আসার পরে মাসে একবার করে উনারা আসে, আসলে আমরা বলি যে এই এই ওষুধগুলা লাগবে। তখন আমরা যে অর্ডারটা দেই এই অর্ডারের একটা কপি তো উনাদের কাছে থেকে যায়, আরেকটা কপির ফটোকপি করে আমরা আবার হেড অফিসে পাঠায় দেই। যে এই ওষুধগুলা অমুক কোম্পানির থেকে আমাদের চাহিদা আছে, আমরা নিতে পারবো এবং নেওয়ার মতো, নিয়ে বিক্রি করবো আমরা, তখন তারা তাদের একটা এটাকে গ্রান্টেড স্যাংশন দেয় একটা যে হ্যা তাদেরকে এই ওষুধটা দেওয়া হবে।

প্র: আচ্ছা

উ: ওরা আবার একটা সুপারিশ করে যে তাদেরকে দেওয়া হোক

প্র: হ্যা, কোম্পানিকে করে

উ: হ্যা কোম্পানিকে করে, তখন তারা ওষুধটা দিয়ে যায়

প্র: আপনাদের এখানে কোম্পানি দিয়ে যায়

উ: কোম্পানি দিয়ে যায়, ঠিকআছে

প্র: তারমানে শুধু অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আসতেছেনা এটা কোম্পানির মাধ্যমেও আসতেছে

উ: হ্যা কোম্পানির মাধ্যমেও আসতেছে, কারণ অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে যখন তখন তাদের কস্ট চলে আসবে।

প্র: হ্যা

উ: তারা ঐখানে মালটা দিবে, ওখান থেকে আবার এখানে পাঠাবে, তাহলে তাদের বিয়ারিং কস্টটা অনেক বেড়ে যায়।

প্র: আচ্ছা

উ: আর আমাদের তো এমনিতেই অনেক কম মূল্যেই বিক্রি করা হয় ওষুধ, ঠিকআছে

প্র: হ্যা হ্যা

উ: এই দশ পার্সেন্ট ছাড়ে বিক্রি করা হচ্ছে

প্র: আর এইগুলো দিচ্ছেন কাদেরকে কোন ধরনের স্ট্যাটাসের মানুষজনকে দিচ্ছেন?

উ: কোনটা?

প্র: এই ওষুধগুলো যেগুলো আপনাদের দোকানে থাকে

উ: মানে

প্র: মানে কারা কিনতেছে আরকি?

উ: সব ধরনের মানুষ, সব ধরনের

প্র: আচ্ছা সব ধরনের

উ: সেটা রিচ ফ্যামিলি হোক, পুওর ফ্যামিলি হোক যে কোন ফ্যামিলির মানুষ, যে কোন আর আমাদের এখানে বলে রাখি, যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে সবগুলা কোম্পানির মানে বর্তমান যে টপ টেন কোম্পানীর মধ্যে রাখা হয়

প্র: আচ্ছা

উ: আমাদের কোন আলতু ফালতু কোম্পানির ওষুধ রাখা হয় না।

প্র: টোটাল কয়টা কোম্পানির ওষুধ রাখেন, মানে বলতে পারেন

উ: হতে পারে তিন চারটা

প্র: তিনচারটা কোম্পানির

উ: তিন চারটা

প্র: আচ্ছা

উ: যেমন ধরেন একটা রাখা হয় স্কয়ার রাখা হয়, তারপর হচ্ছে আপনার আরেকটা কোম্পানি হলো রেনেটা আর স্কয়ার, আরেকটা পপুলার আর..আর কিছু আছে ওষুধ ঐযে আপনার চোখের ড্রপ আছে যেগুলা অন্য একটা কোম্পানির। আমি এইযে এগুলা গোছায় নিতে পারিনাই এখনো পর্যন্ত

প্র: আচ্ছা

উ: আমি এসেই হচ্ছে অনেক কম সময়, এগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমার একটু মানে এই হেলথ সেন্টারটা অনেক হেলথ সেন্টার থেকে অনেক অন্য মানে একটু ই হয়ে গেছে আরকি, ডাউন হয়ে গেছে।

প্র: আচ্ছা

উ: এখানে রোগীরা চিকিৎসা নিতে ভয় পায়, ভয় বলতে কি এখানে যারা আগে যারা ছিল তারা তাদের দায়িত্বে অবহেলা করছে, যার কারণে এখানে চিকিৎসা নেয় না। এরকম একটা প্রচলণ এখানে হয়ে গেছে যেটা আমাদের ইন্টারনাল ব্যাপারের মধ্যে চলে যাচ্ছে, ঠিকআছে তো বা ভয় পায় বলতে আমি ওভাবে বলতেছিনা, যে এখানে দুর্ঘটনা ঘটছে এরকম কিছু না। যারা এখানে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল আমি যে জিনিসগুলো বুঝাচ্ছি, যেভাবে মোটিভেশন দিচ্ছি, যেভাবে রোগীর কাছে যাচ্ছি, তারা এইভাবে যাইতো না।

প্র: আচ্ছা এজন্য

উ: যাইতো না, তাদের দেখা যাচ্ছে ট্রিটমেন্ট ফেইলিওরের রেটটা বেড়ে যেত। ঠিকআছে, তাতে দেখা যেত যে আমাদের রোগীগুলা মানে অন্যদিকে চলে যেত, ডাইভার্ট হয়ে, দেখা গেছে সরকারি হাসপাতাল বলে আর যেখানে ইয়ে বলেন সেখানে, আমি এখানে আসার পর আমি ওগুলাতে আবার মানে এদিকে আনার চেষ্টা করতেছি যে আমার এখান থেকে সেবাটা নেয়। সেক্ষেত্রে আমাকে ঐদিকে সময় বেশি দিতে হচ্ছে যার কারণে এদিকে একটু সময় মানে কম দেওয়া হয়ে গেছে।

প্র: এখানে কি আপনাদের এনিম্যালের কোন ওষুধ আছে?

উ: না কোন এনিম্যালের ওষুধ নাই

প্র: এনিম্যালের ওষুধ নাই, তাইলে এই যে আপনি ইয়া..ইয়া কি কি প্রশিক্ষণ নিছেন? আপনার ডিগ্রী গুলো জানতে চাচ্ছি

উ: আমার ডিগ্রী হচ্ছে ডিএমএফ, ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি

প্র: আচ্ছা এইটা কোথা থেকে?

উ: অর্থাৎ আপনারা আমি আমি হচ্ছি রাজশাহী থেকে, রাজশাহী ম্যাটসের নাম শুনছেন তো আপনি

প্র: হ্যা ম্যাটস

উ: ম্যাটস হলো মেডিকেল এসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল যেটা এটা থেকে আমাদের সার্টিফিকেট দিছে

প্র: হুম সার্টিফিকেট দিছে, আচ্ছা এইটা কয় বছরের?

উ: চর বছরের কোর্স।

প্র: চার বছরের কোর্স, একটু আগে অবশ্য প্রথমদিকে বলছিলেন আপনি চার বছরের কোর্স করছিলেন, আর আপনার পড়াশুনা কতটুকু আর ঐটা ছাড়া?

উ: আমার ইন্টারমিডিয়েট

প্র: ইন্টারমিডিয়েট আচ্ছা আর এই যে আপনাদের দোকান আছে, এখানে একটা এইটা ড্রাগশপ এইটার কি লাইসেন্স আছে?

উ: হ্যা

প্র: আচ্ছা, আর.. এই দোকানের মালিক কি আলাদ না অর্গানাইজেশনের কেউ?

উ: অর্গানাইজেশনের

প্র: অর্গানাইজেশনের আচ্ছা সবাই হচ্ছে এমপ্লয়ি

উ: এমপ্লয়ি এখানে

প্র: আচ্ছা এই ব্যাপারগুলো, আর আপনার এই পেশায় আছেন হচ্ছে কত বছর হলো?

উ: আমি এই পেশায় আছি, আড়াই বছর

প্র: আড়াই বছর, মানে ধরেন আপনার পড়াশুনা শেষ করার পর থেকে

উ: পর থেকেই আমি

প্র: মানে এই অর্গানাইজেশনের কথা বলতেছিনা

উ: এই অর্গানাইজেশনে আমি এই গতমাসের ...তারিখে জয়েন করেছি।

প্র: হ্যা আর পুরা আপনার ক্যারিয়ারটা হচ্ছে

উ: ক্যারিয়ারটা হচ্ছে আড়াই বছর

প্র: আড়াই বছর, আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাই।

উ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্র: হ্যা।

সমাপ্ত